বিশ্বামিত্র

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

চলন্তি নাটক-নভেল এজেন্সি
১৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

দুই টাকা

প্রথম প্রকাশ
পৌষ—১৩৫৭

প্রবীণ নাট্যকার—

স্থপণ্ডিত ৺অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

—মহাশয়ের চরণকমলে

যে-বিশ্বামিত্র দ্বিতীয়-স্বর্গ রচনার অহঙ্কার প্রকাশ করেছিলেন, তিনি যে বস্তুতান্ত্রিক পৌরুষবাদের মূর্ত্ত্য বিগ্রহ—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য জগতে আজ যে 'ডলারে'র অহঙ্কার আর আনবিক বোমার ভীতি-প্রদর্শণ চলছে—তাকে বিশ্বামিত্রের আদর্শ-হিসাবে গ্রহণ করা বোধহয় অযৌক্তিক নয়। একদিকে বশিষ্ঠের শতপুত্র-নিধন, ও অন্যদিকে স্বর্গ-রচনার স্বপ্ন—আনবিক বোমার ধ্বংস ও বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তুলিত হতে পারে।

ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের পাশে, নিরহঙ্কার বশিষ্ঠের ত্যাগবুদ্ধি ও অহিংস ব্রাহ্মণত্বের দাবীও ঠিক যেন—ভারতীয় গান্ধীবাদ। গান্ধীবাদীরা মনে করেন বিশ্বশান্তি-রক্ষার পন্থা-হিসাবে অহিংসাই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র।

বশিষ্ঠ-পুত্র 'সুন্দর' ও বিশ্বামিত্র-কন্যা 'ক্ষমা' আমার কাল্পনিক সৃষ্টি। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মাঝখানে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মিলন-পন্থী-রূপে সুন্দর এসে দাঁড়িয়েছেন বিশ্ব-সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন রাখ্‌বার চেষ্টা নিয়ে। বিশ্বামিত্রের প্রতি আকৃষ্ট সুন্দরকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন—বশিষ্ঠের প্রতি আকৃষ্টা ক্ষমা। 'ক্ষমা-সুন্দর' কখনই অহিংসাকে একমাত্র পন্থা-হিসাবে স্বীকার করেননি। একদিকে বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ-ঘোষণা করেছেন, অন্যদিকে বশিষ্ঠকেও বন্দী করতে চেয়েছেন।

বিশ্বামিত্র-নাটকের বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে—ক্ষমা-সুন্দরের যুদ্ধোদ্যমকে শান্ত রাখ্‌বার জন্যে বশিষ্ঠের অকাট্য যুক্তি—'জনসাধারণ কেন করবে দুইটি বিবদমান প্র তদ্বন্দীর পক্ষ-সমর্থন ?' যুদ্ধের ব্যাপকতা-বৃদ্ধির কারণ কি মূর্খ জনসাধারণের সহযোগিতা নয় ?

আমার নাটকীয় বিবাদের মীমাংসা হয়েছে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের

ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়ে। সে হিসাবে বর্ত্তমান জগতেও দেখা যাচ্ছে—দুইটি বিবদমান শক্তি-শিবির গড়ে উঠেছে। প্রেসিডেণ্ট্ ট্রুম্যান ও জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালীন যদি বেরিয়ে এসে, পরস্পরকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করেন—তাহলেই তো আমরা দেখ্‌তে পাই—কে বেশী শক্তিমান? একটা ব্যাপক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে জনসাধারণের বধ্যভূমি রচনা করা হচ্ছে—কার প্রয়োজনে?

হিংসাই হোক, আর অহিংসাই হোক্—যে-কোনো মতবাদের পরীক্ষা ক্ষেত্র হওয়া উচিত—সুনির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। আনবিক বোমার গণতান্ত্রিক ধ্বংস, আর প্রত্যেক সৈনিকের হাতে মারণাস্ত্র সরবরাহের সদিচ্ছা ও সুবন্দোবস্ত কেন? এই প্রশ্নটাই বিশ্বামিত্র-রচনার মূল-ভিত্তি। বশিষ্ঠের 'আত্মাহুতি' বিশ্বামিত্রের যজ্ঞশালায় একটি অতি সামান্য ক্ষয়-ক্ষতির উপাখ্যান—নিতান্তই ব্যক্তিগত ঘটনা। তবু তার মতবাদ-প্রচারের বলীষ্ঠতা ও ব্যাপকতা, আনবিক বোমা অপেক্ষাও ঢের বেশী। গান্ধীজীর ডাণ্ডি-অভিযান ও নোয়াখালী-পরিভ্রমণের মধ্যেও ছিল সেই আত্মিক-বোমার বিস্ফোরণ।

'বিশ্বামিত্র' আমার 'আত্মাহুতি' নাটকের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ হলেও সম্পূর্ণ নূতনভাবে লেখা। 'চুপি চুপি তোরে বলি' গান খানি প্রাণাধিক সুকবি শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা—একথাটা তাঁদেরও জানিয়ে রাখ্‌তে চাই—যাঁরা এ নাটক অভিনয় করবেন।

কলিকাতা
১।১।৫১

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

চরিত্রগণ

বিশ্বামিত্র	...	মহর্ষি
বশিষ্ঠ	...	ব্রহ্মর্ষি
কিঙ্কর	...	রাজা কল্মাষপাদের রাক্ষসরূপ
ত্রিশঙ্কু	...	অযোধ্যাধিপতি ক্ষত্রিয়রাজা
সুন্দর	...	বশিষ্ঠপুত্র
নন্দন	...	সর্ব্বকনিষ্ঠ বশিষ্ঠপুত্র
নাটাইঠাকুর	...	জনৈক ব্রাহ্মণ—পরে অযোধ্যাধিপতি

কণ্ব, গোপরাজ, ব্রাহ্মণগণ ও ঋষিগণ

স্ত্রী

অরুন্ধতী	...	বশিষ্ঠের স্ত্রী
ক্ষমা	...	বিশ্বামিত্রের পালিতাকন্যা
মেনকা	...	স্বর্গের অপ্সরা
ঝুঁচকী বৌ	...	নাটাই ঠাকুরের স্ত্রী

অপ্সরগণ ও নর্ত্তকীগণ

বিশ্বামিত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বশিষ্ঠাশ্রম

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—বশিষ্ঠ বৃক্ষমূলে বসিয়া ওঙ্কারধ্বনী করিতেছিলেন—পুত্র নন্দনকে কোলে লইয়া অরুন্ধতীর প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। ওঁ···ওঁ···ওঁ···

অরুন্ধতী। স্বামী! আমার শতপুত্রের মধ্যে বেঁচে আছে, শুধু এই নন্দন। কিঙ্কর একে একে সবাইকে হত্যা করেছে—এই দেখ আমার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত! রক্ষা করো—আমার এই নন্দনকে রক্ষা করো···

বশিষ্ঠ। উঃ! কী নৃশংস হত্যাকাণ্ড···

নন্দন। বাবা! সেই রাক্ষসটা আমাকেও ধরতে এসেছিল, আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি···

কিঙ্করের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। কিঙ্কর! কেড়ে আনো···

বশিষ্ঠ। (হস্তোত্তলন করিয়া কিঙ্করকে নিবৃত্ত করিলেন) বিশ্বামিত্র!

তুমি ঋষি, তপোধন। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপর তোমার এই অত্যাচার নিতান্তই অশোভন। করজোড়ে তোমার কাছে—এই শিশুটির প্রাণভিক্ষা চাই—ক্ষমা করো—বিশ্বামিত্র! এই পুত্র-শোকাতুর ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে ক্ষমা করো···

বিশ্বামিত্র। অসম্ভব! আমি যজ্ঞাগ্নি সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছি—তুমি যদি আমাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার না করো, তাহলে তোমাকে নির্ব্বংশ করবো, নিশ্চিহ্ন করবো, অতি নির্ম্মম ভাবে তোমার পুত্রগণকে হত্যা করবো······

বশিষ্ঠ। এই বুঝি তোমার ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ?

বিশ্বামিত্র। আমি তোমার মত আদর্শবাদী নই ব্রাহ্মণ! আমি জানি—আমি ব্রহ্মবিদ্—বেদমাতা গায়ত্রী আমার—আমি তার দ্রষ্টা-ঋষি! যে ত্রিবিদ্যা সাধন করা, আজ পর্য্যন্ত কোনো তথাকথিত বর্ণ-ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভব হয়নি, সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছি আমি! তবু আমি অব্রাহ্মণ? কে বলেছে—ব্রাহ্মণত্ব শুধু সম্প্রদায়-বিশেষের জন্মগত অধিকার?

বশিষ্ঠ। অব্রাহ্মণ হলেও—তপস্যা-প্রভাবে অসাধ্যসাধন করেছ তুমি—সে কথা স্বীকার করছি। সাধনার কৃতিত্ব দেখিয়ে, বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছ—সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। সেই কারণেই আমি তোমার গুণমুগ্ধ, শ্রদ্ধাবনত স্তাবক—আমাকে ক্ষমা করো বিশ্বামিত্র!

বিশ্বামিত্র। তবুও—তবুও 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার করতে চাও না—পাছে ক্ষত্রিয় রাজারা আমাকে গুরুত্বে ও পৌরহিত্যে বরণ করেন, তোমার স্বার্থহানি ঘটে। এই তো তোমার বক্তব্য? ওগো স্বার্থপর ব্রাহ্মণ! আমি তোমার নাম ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেল্‌বো।···কিঙ্কর!

বশিষ্ঠ। (বাধা দিয়া) শোনো বিশ্বমিত্র! ব্রাহ্মণত্ব যে, কারো জন্মগত অধিকার নয়, সে কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু, তুমি কি জানো না, ব্রাহ্মণ অনভিমান ও অহিংস, ত্যাগী ও ক্ষমাশীল?

বিশ্বামিত্র। (বিদ্রূপ হাসিয়া) ত্যাগী ও ক্ষমাশীল! তাই বুঝি গুরুত্ব ও পৌরহিত্য রক্ষা-বিষয়ে ত্যাগী-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের এত যত্ন? ওগো ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ! আমি তোমার পুত্রগণকে হত্যা করি—তুমি আমাকে ক্ষমা করো? এই হিংস্র ক্ষত্রিয়ের কাছে, তোমার অহিংস ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়টুকু দাও?

বশিষ্ঠ। এত নির্ম্মম হয়োনা বিশ্বামিত্র! জননীর বুক থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে হত্যা করা—নিষ্ঠুরতার চরম পরিচয়! কিঙ্কর রাক্ষস, ওই দেখো তার চোখ দিয়েও জল গড়াচ্ছে···আর তোমার? তোমার দাবী ব্রাহ্মণত্ব! কী আশ্চর্য্য···

বিশ্বামিত্র। (দেখিয়া) কিঙ্কর! তুমি পারবে না ত'হলে? বলো —পারবে না?

কিঙ্কর। (চোখ মুছিয়া) পারবো, পারবো। (অরুন্ধতীর কাছে নতজানু হইয়া) মা! আমি একজন ক্ষত্রিয় রাজা। তোমারি জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভিশাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। উপায় নেই মা, উপায় নেই! আজ আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে চালিত হবো—ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নেই আমার। আমাকে ক্ষমা করো মা! তোমার নন্দনকে দাও···

নন্দন। বাবা! পায় পড়ি, ওই ঋষিঠাকুর 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার করো, আমাকে বাঁচাও। নইলে মা কাঁদতে কাঁদতে মরে যাবে।

রাক্ষসের অত্যাচার আমি সইতে পারবো, কিন্তু মার চোখের জল যে সইতে পারছিনে বাবা !

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মণ্যদেব ! এ কী পরীক্ষা তোমার ? তপোধন ! একটা দিন, মাত্র একটা দিন আমাকে ভাব্‌বার অবকাশ দাও—একটু ভেবে দেখি—তোমাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার করতে পারি কিনা ?

বিশ্বামিত্র। তথাস্তু, চলো কিঙ্কর ! যাবার সময় তোমাকে আর একবার বলে যাই বশিষ্ঠ ! হয় তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করবে —আর না হয়—নির্ব্বংশ হবে, নির্ম্মূল হবে—নিশ্চিহ্ন হবে···

অরুন্ধতী। দাঁড়াও বিশ্বামিত্র ! অবকাশের আর প্রয়োজন নেই। আমার স্বামীর পক্ষ থেকে আমিই বল্‌ছি—তুমি 'ব্রাহ্মণ' নও—'ব্রাহ্মণ' তুমি হতেই পার না। ব্রাহ্মণত্ব দূরের কথা, এই বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী তোমার মনুষ্যত্বকেও অস্বীকার করে···

বিশ্বামিত্র। তাই নাকি ? (হাসিলেন) কি বলো বশিষ্ঠদেব ! তোমারও কি ওই মত ? তুমিও কি আমার মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করো ? বলো, বলো···তা'হলে মা-বাপ দু'জনারই চোখের সাম্‌নে···

বশিষ্ঠ। পারবে অরুন্ধতী সহ্য করতে ?

অরুন্ধতি। না, না, আমার বুক থেকে—নন্দনকে ছিনিয়ে নেবার আগে, ওগো নিষ্ঠুর ঋষি, আমাকেই হত্যা করো···তুমি যে কত বড় হিংস্র তা' প্রমাণ করো···

বিশ্বামিত্র। তবু তোমার ওই ব্রহ্মর্ষি-স্বামী আমাকে 'ব্রাহ্মণ' ব'লে স্বীকার করবেন না। জিজ্ঞাসা করি—কে বেশী হিংস্র ? উনি না আমি ? একটা দিন ভাব্‌বার অবকাশ দিচ্ছি—ভাবো, বোঝো—

পরশ্রীকাতরতা বা পরের সুখৈশ্বর্য্য সইতে না পারা, হিংসার চেয়েও বেশী হিংস্র কিনা? চলো কিঙ্কর…

উভয়ের প্রস্থান

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মণ্যদেব! বলে দাও—এ সমস্যার মীমাংসা কি? আমি কি করবো?

ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাব

গান

মরণ-ভয়ে চরণ যদি টলে
চলার পথে জীবন কি আর চলে?
কেউ মরেনি—সবাই আছে বাঁচি!
দুঃখের কাঁদন—সুখের নাচানাচি
শেষ হবে সব—পরমোৎসব—
হবে—ব্রহ্ম-পদতলে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বনপথ

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—উত্তেজিত সুন্দরের প্রবেশ—ক্ষমা তাহার হাত ধরিয়াছিল।

সুন্দর। না, না, তা' হতে পারে না ক্ষমা! তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও…পিতার এ সহিষ্ণুতার কোনো মানে হয় না। ত্যাগধর্ম্মের এ মাহাত্ম্য-প্রচার কখনই ব্রাহ্মণের আদর্শ হতে পারে না…

ক্ষমা। তুমি কি বল্‌তে চাও?

সুন্দর। আসমুদ্র হিমাচল—এই আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত ক্ষত্রিয়রাজারা যাঁকে গুরুত্বে ও পৌরহিত্যে বরণ করেছেন, তাঁর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শত ত বিশ্বামিত্র ধূলিমুষ্টির মত বাতাসে মিশে যায়—একথা কে না জানে? তবু তিনি সংযম ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন—এ দৃশ্য অসহ্য! অসহ্য! আমিই বিদ্রোহ প্রচার করবো! সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাদের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করবো—বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ করবো…

ক্ষমা। ত্রিবিদ্যাসাধক বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ কর়' ' অর্থ, পৃথিবীর বুকটাকে নররক্তে প্লাবিত কর। তপঃপ্রভাবে বিশ্বামি আজ অজেয় হয়ে উঠেছেন, একথা আমি ব্রহ্মর্ষির কাছেই শুনেছি…

সুন্দর। তা'হলে কি বুঝ্‌বো—ব্রহ্মর্ষির এই ব্রাহ্মণত্ব, ক্লীবত্বেরই নামান্তর? তাঁর অহিংসা—শুধু হিংসাবৃত্তির অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়?

ক্ষমা। ভুল বুঝোনা সুন্দর! সেই অচঞ্চল মহাপুরুষ বশিষ্ঠ আজ শুধু সংযম ও সহিষ্ণুতার সাহায্যে জগতের কতখানি কল্যাণ সাধন করছেন—তা' কি জানো?

সুন্দর। পুত্রহন্তাকে ক্ষমা করে মানবসমাজে উপহাসের পাত্র হচ্ছেন…এই কথাই জানি।

ক্ষমা। না, না, তা' কখনই হ'তে পারে না। বিশ্বামিত্রের ক্রোধ-বহ্নিতে নিজের শতপুত্র আহুতি দিয়ে, সসাগরা পৃথিবীকে রক্ত-প্লাবনের বিভীষিকা হ'তে উদ্ধার করছেন। ব্যক্তির অনিষ্টকে উপেক্ষা করছেন—সমষ্টির ইষ্ট-সাধনের উদ্দেশ্যে! আর, সেইখানেই তার ব্রাহ্মণত্বের দাবী…

সুন্দর। তা'হলে বশিষ্ঠপুত্র এই সুন্দরকেই বা আর কেন লুকিয়ে রাখছো ক্ষমা? রাক্ষসের হাতে তারও সদ্‌গতি হোক্…

ক্ষমা। না, না, তোমাকে বাঁচতেই হবে। সুন্দরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই তো ক্ষমা বেঁচে আছে। অসুন্দর পৃথিবীতে ক্ষমার স্থান কোথায়?

সুন্দর। নারীর অঞ্চল-তলে লুকিয়ে এ ভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না ক্ষমা।

ক্ষমা। তুমি কি জানোনা সুন্দর! নারী যদি সৌন্দর্য্যের উপাসনা না করতো, তা'হলে এই পৃথিবীটা হতো অসুন্দর শুষ্ক মরুভূমি! নারী যদি তার অঞ্চল-প্রান্তকে স্নেহ ও মমতার রসে ভিজিয়ে না রাখ্‌তো, তাহলে মাটির বুকে এত ফুল ও ফলের শোভা কেউ দেখ্‌তো না…

সুন্দর। কারা যেন এই দিকে আস্‌ছে—চলো একটু আড়ালে যাই…

অন্তরালে গমন

নটবর ও তাহার গৃহিণীর প্রবেশ

নটবর। বলি, ও গিন্নি! একটু পা চালিয়ে না চল্‌লে, কি বিপদ ঘট্‌বে বুঝ্‌তে পারছ? শুন্‌তে পাই এ বনে নাকি বাঘের ভয়ও আছে…

গিন্নি। বাঘেই থাক্ আর সাপেই ছোব্‌লাক—একটু না জিরিয়ে আমি একটি পাও চল্‌তে পারবো না।

নটবর। বুঝেছি—অপঘাতেই মৃত্যুটা হবে। কোষ্ঠির ফল, না ফলিয়েই ছাড়বে না—হঠাৎ যদি একটা রাক্ষস এসে হাজির হয়, কি বিপদ ঘট্‌বে—বলো তো?

গিন্নি। তা'হলে শোনো একটা গল্প বলি—এক যে ছিল রাক্ষস! তার মূলোর মত দাঁত, ভাঁটার মত চোখ, দড়ির মত চুল......

নটবর। দেখো, চুপ করো বল্‌ছি—নইলে এখুনি এখান থেকে চ'লে যাবো, তুমি একলা পড়ে থাক্‌বে কিন্তু...

গিন্নি। বিরক্ত না ক'রে—তুমি একটু এগিয়েই যাওনা। পান দোক্তা মুখে দিয়ে—আমি তোমার পিছনে-পিছনে আস্‌ছি...

নটবর। হুঁ! বটে! আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে বুঝি? জানো, আমি একটা পুরুষ আর তুমি একটা নারী?

গিন্নি। পৌরুষের বড়াই মুখে না ক'রে—কাজেই দেখাও না?

নটবর। দেখাবো, দেখ্‌বে? যাবো এগিয়ে? ভূত দেখে যদি ভয়টয় পাও, তাহলে আমার কোনো দোষ নেই কিন্তু! হ্যাঁ, সে কথাটা বলে রাখ্‌ছি......

গিন্নি। ভূতকে যদি ভয় করতাম—তাহলে তোমার সঙ্গে সংসারধর্ম্ম করতে পারতাম না।

নটবর। কিন্তু রাক্ষস? সে তো শুধু ভয় দেখিয়েই সরে পড়বে না? সাম্‌নাসাম্‌নি এসে—ঘাড় মট্‌কাবে, হাড়মাস চিবিয়ে খাবে—তখন? হাস্‌ছো? আচ্ছা হাসো, খুব হাসো, আমি চল্‌লাম......

(উঁকি ঝুঁকি দিয়া—আরো একটু নিকটে আসিল)

গিন্নি। কি গো পুরুষ! ত্'পাও এগোতে সাহস হলো না বুঝি?

নটবর। নাঃ তোমাকে একলা ফেলে চলে যাওয়াটা ভালো দেখায় না। তুমি একটা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য অবলা নারী—আমার তো একটা আক্কেল থাকা উচিত—? তাড়াতাড়ি পান-দোক্তা খেয়ে নাও......

গিন্নি। এক যে ছিল রাক্ষস......

নটবর। আবার? চুপ্ করো বল্‌ছি—নইলে সত্যিই আমি চলে যাবো···আমাকে আর খুঁজেও পাবে না······

নির্ব্বাক নৃত্যে মেনকা প্রবেশ করিয়া ইঙ্গিতে সখিদের আহ্বান করিল।

নটবর। ব্যাপার কি গিন্নি!

গিন্নি। চুপ্ ওই যে আর এক ঝাঁক্ মেয়েও এইদিকে আস্‌ছে—চলো একটু আঁড়ালে যাই···

অন্তরালে গমন

(মেনকার সহচরীরা তাহাকে ঘিরিয়া গাহিল)

গান

নূপুর ঝুম্‌ঝুম্—চরণ তুল্‌তুল্
অধর টুক্‌টুক্—রাঙিছে তাম্বুল।
নয়ন ছল-ছল্ কাজল কালো জল্
বল সখি বল্—সে কেন করে ভুল?
চুয়া ও চন্দন আবীর ও কুম্‌কুম্
কে দিল দুটি গালে গোপনে দুটি চুম্?
মলয়া চল্‌চল্ দোদুল ফুলদল্
চল্ সখি চল্ কুড়াবো ঝরা ফুল।

(ত্রিশঙ্কু প্রবেশ করিতেই তাহারা চলিয়া গেল)

ত্রিশঙ্কু। বনভূমি আলো করা—কে ওই মেয়েটি?

নটবর ও তাহার গৃহিণীর প্রবেশ

নটবর। ও মশাই! আপনাকে যেন একজন রাজপুরুষ বলে মনে হচ্ছে—বলুন তো কে আপনি?

ত্রিশঙ্কু। আপনি কে ?

নটবর। আমি একজন বিদেশী ব্রাহ্মণ, আর সঙ্গে আমার ব্রাহ্মণী...

ত্রিশঙ্কু। প্রাতঃপ্রণাম। আমি অযোধ্যাধিপতি ত্রিশঙ্কু! কি আদেশ বলুন...

নটবর। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম কতদূর ?

ত্রিশঙ্কু। বেশীদূর নয়—সেখানে আপনাদের কি প্রয়োজন ?

নটবর। আমরা তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করবো......

ত্রিশঙ্কু। বলেন কি ? তিনি জাত্যাংশে ক্ষত্রিয় আর আপনারা ব্রাহ্মণ...

নটবর। রক্ষে করো বাবা! ব্রাহ্মণত্বে অরুচি ধরে গেছে—নৈবেদ্যের আলোচাল আর কলাই তো ব্রাহ্মণত্ব ? এখন, কিছু রাজভোগের ব্যবস্থা হয় কিনা দেখ্‌তে যাচ্ছি......

ত্রিশঙ্কু। তা' বটে—বিশ্বামিত্রই আপনাদের মত লোভী ব্রাহ্মণের উপযুক্ত দীক্ষাগুরু! আসুন...নমস্কার...

গিন্নি। আগে 'প্রণাম', পরে 'নমস্কার'—ব্যাপারটা বুঝ্‌লে ?

নটবর। কেন বুঝ্‌বো না ? চটে গেছেন—তা' চটুন—নিজেরা চিরদিন রাজভোগ খাবেন—আর আমরা উপোস্ করবো—কী আব্‌দার! চলো, চলো,......

উভয়ের প্রস্থান

ত্রিশঙ্কু। (মেনকার নিকটে গিয়া) কে তুমি সুন্দরী ?

মেনকা। গান

আমি বনহরিণী পথ না চিনি
এসে বিপথে, ভয় বিহ্বলা।

শিখিনি, গোপন পারে তরুচ্ছায়ে
—চমকি চলা।
তাপি তপনে, কাঁপি পবনে—
বিজন বনে, হ'য়ে উতলা।

ত্রিশঙ্কু। এ কি সৌন্দর্য্যের বিভীষিকা! সুন্দরী, তুমি কি মানবী না দেবী?

মেনকা। অমন ক'রে আমার মুখের দিকে চেওনা রাজা! বড্ড ভয় করে……

ত্রিশঙ্কু। বলো তুমি কে?

মেনকা। গান

আমি নন্দনবনে বিচরি
কুসুম-চয়নে মম অঞ্চল ভরি—
লতিকারে কহি কথা গোপনে
চুরি করি সমীরণ যদি তা' শোনে!
পাখী তার আঁখি ঢাকে—
নব-কিশলয় ফাঁকে!
আমি তাকে দেখে লাজে মরি।

ত্রিশঙ্কু। বলো, বলো সুন্দরী তুমি কে?

মেনকা। দেবরাজ ইন্দ্রের নর্ত্তকী, স্বর্গবাসিনী অপ্সরা আমি। আমার নাম মেনকা……

ত্রিশঙ্কু। মেনকা? তুমিই মেনকা? চিরযৌবনা অপ্সরী তুমি! তুমি এখানে কেন? এ যে অতি বিভীষিকাময় অরণ্য!

মেনকা। নিরুপায় আমি—বিপন্ন আমি। অতি সামান্য অপরাধে—

দেবরাজ আমাকে সুদীর্ঘ তিনটি দিনের জন্যে নির্ব্বাসিত করেছেন। মর্ত্ত্যের আলোবাতাস আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে······

ত্রিশঙ্কু। তাই নাকি? মাত্র তিনটি দিনের জন্যে তোমার এই দণ্ডভোগ? অমরার সম্পদ তুমি, এই ভাগ্যবান্ অযোধ্যারাজই বোধহয় তোমাকে প্রথম দেখ্‌লেন?

মেনকা। না, একটা বাঘের সঙ্গেও দেখা হয়েছে এই মাত্র···

ত্রিশঙ্কু। তাই নাকি, কোথায় সে বাঘ? আমি তাকে এখুনি হত্যা করবো···

মেনকা। কেন, তার অপরাধ কি?

ত্রিশঙ্কু। সে তোমাকে আক্রমণ করতে পারে···

মেনকা। তাই নাকি? (হাসিয়া) আপনিও যে পারেন না তা'তো মনে হচ্ছে না? কী কুৎসিত আপনার দৃষ্টি!

ত্রিশঙ্কু। না, না, আমি মানুষ। দেবতা না হতে পারি, পশু তো নই?

মেনকা। শুনেছি—মর্ত্ত্যের মানুষ নাকি পশুর চেয়েও ভীষণ হয়ে উঠেছে। মানুষের হিংসা-প্রবৃত্তি নাকি আজকাল পশুর চেয়েও উগ্র!

ত্রিশঙ্কু। কে বলেছে? মিথ্যা কথা। ক্ষত্রিয়রাজা আমি। চলো সুন্দরী! আমার প্রমোদোদ্যানে চরণধূলি দিয়ে আমাকে ধন্য করো···

মেনকা গাহিলেন

গান

কেন. এই চরণের ধূলায় তুমি
ধূসর হতে চাও?
ওগো সুন্দর! ফিরে যাও—
ফিরে যাও।

নৃত্যভঙ্গিতে সখিদের প্রবেশ

গান

এক যে ছিল, কুঁজো সাধ হলো তার মনে
সোজা হয়ে দাঁড়াবে তার ঢ্যাঙা বৌয়ের সনে।
কুঁজ্ ভেঙে পিঠ উল্‌টে গেল
হায় কি হলো গো—
সামনে তোমার নাই সে
এখন পিছন দিকে চাও।

সকলের প্রস্থান

মেনকা। কেন এই চরণের ধূলায়
তুমি ধূসর হতে চাও।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

ত্রিশঙ্কু। কী অপমান! আমি মরণশীল মানুষ বলেই অমরী মেনকা আমাকে ঘৃণা দেখিয়ে চলে গেল। বাঘের চেয়েও হিংস্র বলে পরিহাস করলো। আচ্ছা, তোমাকে আমি বলপূর্ব্বক নিয়ে যাবো আমার প্রাসাদে—দেখি কে রক্ষা করতে পারে?

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশ্বামিত্রের আশ্রম

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—ওঙ্কার ধ্বনী করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। ওঁ শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ······

ক্ষমার প্রবেশ সঙ্গে সহচরী

ক্ষমা। বাবা!

বিশ্বামিত্র। কি মা?

ক্ষমা। একজন বিদেশী ব্রাহ্মণ ও তার ব্রাহ্মণী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বিশ্বামিত্র। অপেক্ষা করতে বলো·· (সহচরীর প্রস্থান) একটা কথা শোনো ক্ষমা! তোমাকে যা বলেছি, তাতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

ক্ষমা। বাবা! ক্ষমা করো। একটা রাক্ষসের গলায় মালা পরিয়ে দিতে পারবো না আমি।

বিশ্বামিত্র। ওরে পাগ্‌লী, সে রাক্ষস নয়। এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা সে—নাম তার কল্মাষপাদ! আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই আবার মানুষ হবে, সিংহাসনে বস্‌বে। তখন তুই হবি তার রাণী!

ক্ষমা। রাণী হবার সাধ তো আমার নেই বাবা?

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা! তুই আমার পালিতাকন্যা হলেও, আশৈশব

অকৃত্রিম স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালন করেছি। আমি ভাবতেই পারিনা যে তুই আমার কোনো ইচ্ছার বিরোধিতা করতে পারিস্।

ক্ষমা। কেন তুমি এত নরহত্যা করছো বাবা? বশিষ্ঠ তোমাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার না করলেই কি তুমি ব্রাহ্মণ হতে পার না?

বিশ্বামিত্র। না। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের অনতিমতে এই আর্য্যসমাজ কখনই আমাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার করবে না।

ক্ষমা। তা নাই বা করুক—তুমি যে একজন যুগশ্রেষ্ঠ ঋষি, আর অসাধারণ তোমার তপঃশক্তি একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন?

বিশ্বামিত্র। না, তা' পারেন না। কিন্তু ক্ষমা! আমি চাই ক্ষত্রিয়রাজাদের গুরুত্ব ও পৌরহিত্য। সামাজিক ভাবে শুধু ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ সে বিষয়ে অধিকারী নন্। আমিও স্বীকার করি—এ বিধান নীতি ও ধর্ম্মসঙ্গত। কিন্তু কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণত্ব কোনো ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের জন্মগত অধিকার এ বিধান অযৌক্তিক, অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর!

ক্ষমা। এ বিধানের কর্ত্তা কে বাবা?

বিশ্বামিত্র। সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুরুত্ব ও পৌরহিত্য লাভ ক'রে—স্বার্থপর বশিষ্ঠ আজ এই অশাস্ত্রীয় জন্মগত অধিকারের নীতি প্রবর্ত্তন করতে চান্। আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখ্তে পাচ্ছি—কোনো স্বয়ংসিদ্ধ ব্রাহ্মণ যদি এই সর্ব্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম না করেন, প্রয়োজন হ'লে অতিলোভী বশিষ্ঠকেও নির্ব্বংশ না করেন—তাহলে সনাতন আর্য্যধর্ম্মই বিলুপ্ত হবে।

ক্ষমা। আচ্ছা বাবা! কিঙ্কর কি বশিষ্ঠ-পুত্র সবাইকেই হত্যা করেছে?

বিশ্বামিত্র। না, তার দু'টি পুত্র এখনো জীবিত আছে। একটি আশ্রয় নিয়েছে—দেবী অরুন্ধতীর বুকে। আর একটিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না…

নন্দনকে লইয়া বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। এই যে বিশ্বামিত্র, আমার একমাত্র জীবিত পুত্রকে নিয়ে এসেছি—হত্যা করো। এতগুলি পুত্রের শোক যদি সহ্য করতে পারি, তা'হলে বাকি একটির শোকে আর অভিভূত হবো না…

বিশ্বামিত্র। তবুও তুমি আমাকে 'ব্রাহ্মণ' ব'লে স্বীকার করবে না বশিষ্ঠ ?

বশিষ্ঠ। কখ্খনো না।

ক্ষমা। আপনার পায় পড়ি ব্রহ্মর্ষি! আপনি স্বীকার করুন, আমার বাবা ব্রাহ্মণ…

বশিষ্ঠ। অসম্ভব মা! ব্যক্তিস্বার্থের দিকে চেয়ে, বা প্রাণের মমতায়, কখনো কোনো ব্রাহ্মণ কোনো অসত্যকে স্বীকার করতে পারেন না। নন্দন! তোমাকে যা' বলেছি—মনে আছে তো ?

নন্দন। হাঁ, আছে…

বশিষ্ঠ। মৃত্যুকে ভয় করোনা। সে একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মা অবিনশ্বর—অজর ও অমর! আসি তা'হলে…

নন্দন। মা যদি ঘুম থেকে উঠে, আমার জন্তে কাঁদে, তাকে ব'লো আমি আবার শীগ্গীরই ফিরে আস্‌বো…

বশিষ্ঠ। বল্‌বো—চোখ মুছে ফেলো…

বিশ্বামিত্র। এখনো স্বীকার করো বশিষ্ঠ! আমি ব্রাহ্মণ…

বশিষ্ঠ। হাসি মুখে তোমার সব অত্যাচার সহ্য করবো, তবু তোমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে পারবো না। তা যদি করি—নিজেই 'অব্রাহ্মণ' হবো—ব্রাহ্মণের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করবো…

অরুন্ধতীর প্রবেশ

অরুন্ধতী। কই, আমার নন্দন কই?

নন্দন। মা!

অরুন্ধতী। নন্দন! (বুকে তুলিয়া লইলেন)

বশিষ্ঠ। অরুন্ধতী! আর নয়—নন্দনকে কোল থেকে নাবিয়ে দাও…

নন্দন। মা! কেঁদনা, আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো…

অরুন্ধতী। (নন্দনকে নাবাইয়া দিয়া) বিশ্বামিত্র! আমি যদি কায়মনোবাক্যে চিরদিন স্বামীপদ-সেবা ক'রে থাকি…

বশিষ্ঠ। না, না, অরুন্ধতী! বিশ্বামিত্রকে অভিশাপ দিও না। আশীর্বাদ করো তার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়—সত্যই যেন সে একদিন তার ব্রাহ্মণত্বের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে…চলো…

উভয়ের প্রস্থান

নন্দন। ঋষিঠাকুর! কই তোমার সে রাক্ষসটা? আমাকে হত্যা করতে বলো…মার জন্যে আমার মন কেমন করছে…চোখের জল চাপ্‌তে পারছিনে…

ক্ষমা। রাক্ষস তো এখানে নেই ভাই? আছে এই রাক্ষসী। এসো, আমিই তোমাকে হত্যা করবো…(কোলে তুলিল)

নন্দন। তুমি আমাকে হত্যা করবে? না, না, তোমাকে দেখ্‌লে তা' তো মনে হয় না? মানুষকে হত্যা করতে পারনা তুমি, পারে ওই ঋষিঠাকুর—আর পারে সেই রাক্ষসটা।

ক্ষমা। আমিও পারি…(চুম্বন করিল)

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা!

ক্ষমা। কি বাবা?

বিশ্বামিত্র। দেখ্‌ছো আমার চোখে আগুন জ্বল্‌ছে? স্নেহ-মমতার কোনো করুণ অভিনয় বা দু'ফোঁটা চোখের জল, এখন আমার পক্ষে অসহ্য!

কিঙ্করের প্রবেশ

এই যে কিঙ্কর! সুন্দরের কোনো সন্ধান পেলে?

কিঙ্কর। হ্যাঁ, পেয়েছি……

বিশ্বামিত্র। কোথায় সে?

কিঙ্কর। আপনারই আশ্রমে………

বিশ্বামিত্র। আমারি আশ্রমে? তার অর্থ?

কিঙ্কর। ক্ষমা তাকে লুকিয়ে রেখেছেন…

বিশ্বামিত্র। কি ভয়ানক কথা! ক্ষমা?

ক্ষমা। বশিষ্ঠের শতপুত্রের মধ্যে যদি মাত্র দুটি বেঁচে থাকে, তাহলে কি তোমার উদ্দেশ্য বা কার্য্যের কোনো বিঘ্ন হবে বাবা?

বিশ্বামিত্র। সাবধান ক্ষমা! ভুলে যেওনা যে আমি কে……

ক্ষমা। তোমার পায় পড়ি বাবা! শুধু সুন্দরকে আর নন্দনকে ক্ষমা করো……

বিশ্বামিত্র। অসম্ভব! আমি যজ্ঞাগ্নি সাক্ষী ক'রে সঙ্কল্প করেছি—শীঘ্র বলো সুন্দরকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

ক্ষমা। বল্‌বো না······

বিশ্বামিত্র। বল্‌বে না? কী স্পর্দ্ধা!

কিঙ্কর। আমিই বল্‌ছি—সে আজ তিনদিন ও তিনরাত্তির লুকিয়ে আছে, ক্ষমার কুটিরে।

বিশ্বামিত্র। ক্ষমার কুটিরে? অনূঢ়া কুমারী মেয়ে আমার···তার কুটিরে একটি পূর্ণবয়স্ক যুবকের আশ্রয়······এ কি ভয়ানক কথা! এখুনি—এখুনি আমি তাকে······

(যাইতে উদ্যত—ক্ষমা পথ আগ্‌লাইল)

বিশ্বামিত্র। পথ ছেড়ে দে ক্ষমা!

ক্ষমা। আমাকে হত্যা না ক'রে—সুন্দরকে হত্যা করতে পারবে না বাবা!

বিশ্বামিত্র। বটে? ত্রিবিদ্যাসাধক বিশ্বামিত্র আমি! সসাগরা পৃথিবী আজ আমার ভয়ে কম্পমান! আর সামান্যা বালিকা তুই—তুই আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিস্? আমাকে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছিস্? তোর ও সুন্দর চোখ দুটি আমি নষ্ট ক'রে দেবো! এমন কুরূপ ও কুৎসিত করে ফেল্‌বো তোকে—যে, কোনো পুরুষ আর কখনো তোর মুখের দিকে চাইবে না······

কমণ্ডলু হইতে একগণ্ডুষ জল হাতে লইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন

"হুতাশন!" (দপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল)

কিঙ্কর। কি করো, কি করো মহর্ষি!

বিশ্বামিত্র। আঃ! বাধা দিওনা কিঙ্কর! হুতাশনের সাহায্যে ওই পাপিষ্ঠাকে আমি এমন হতশ্রী করবো—যে, সে-রূপ দর্পণে দেখে ও নিজেই শিউরে উঠ্‌বে!

কিঙ্কর। না, না, তা' তুমি করতে পারনা মহর্ষি! তোমার প্রতিশ্রুতি ভুলে যেও না। একদিন ক্ষমাই হবে—রাজা কল্মাষপাদের মহিষী!

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিয়েছি বটে! আচ্ছা, তাহলে এ দায়িত্ব তোমার উপরেই ন্যস্ত থাকলো। আজই—ক্ষমার কুটির থেকে সুন্দরকে বাইরে টেনে এনে হত্যা করবে—আমি তাহলে··· ভুলে যেওনা ক্ষমা! ত্রিবিদ্যাসাধক বিশ্বামিত্র আমি—স্নেহ বা মমতার কোনো স্থান নেই আমার এ বুকে···

প্রস্থান

ক্ষমা। কিঙ্কর! সত্যিই কি তুমি আমাকে ভালবাসো?

কিঙ্কর। অত্যন্ত ভালবাসি ক্ষমা···

ক্ষমা। তা'হলে সুন্দরকে হত্যা করো না···

কিঙ্কর। আমি নিরুপায়—বিশ্বামিত্রের আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে······

ক্ষমা। তা'হলে আমিও মরবো। এই অসুন্দর পৃথিবীতে একটি দিনও বেচে থাকবো না আমি। আমাকেই যদি ধ্বংস করো, তা'হলে এ ভালবাসার ভাণ কেন? একটা কাজ করবে?

কিঙ্কর। কি?

ক্ষমা। তোমার এই ভালবাসার পাত্রীকেই আগে হত্যা করো···

কিঙ্কর। কি ভয়ানক সমস্যা! তাহলে তুমিই একটা কাজ করো ক্ষমা! সবদিক রক্ষা হবে···

ক্ষমা। কি ?

কিঙ্কর। আমার এই হাত দু'খানা খুব শক্ত করে বাঁধো, তারপর ডেকে আনো সুন্দরকে। সেই আমাকে হত্যা করুক! তা' ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় দেখ্‌ছি না তো? সুন্দরকে যদি আমি হত্যা না করি—তাহলে নিশ্চয়ই মহর্ষি তোমার রূপযৌবন নষ্ট ক'রে দেবেন, আমারও এ অভিশপ্ত জীবনের শেষ হবে না···

ক্ষমা। আচ্ছা, তাহলে এসো আমার সঙ্গে···(স্বগত) যতক্ষণ সুন্দর এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে না যেতে পারে ততক্ষণ আমি তোমাকে বেঁধেই রাখ্‌বো।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—ত্রিশঙ্কুর পুষ্পোদ্যান

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—মেনকা চুপ করিয়া বসিয়াছিল—তাহার সখীরা নৃত্যগীত করিতেছিল।

গান

সাধ করে সই পরলে পায়ে মল্‌
খুল্‌বে যখন বুঝ্‌বে তখন—
ঝরবে চোখে জল।
নাক বিঁধিয়ে নথ পরেছ, দুল্‌ পরেছ কানে,
বুঝ্‌বে কী সুখ গয়না পরা হ্যাঁচ্‌কা টানেটানে?
মিছেই কেন করলে এমন—
ভালবাসার ছল্‌?

মেনকা। তোরা এখন যা—রাজা আস্‌ছেন···

সকলের প্রস্থান

ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ

ত্রিশঙ্কু। তোমার চোখ মুখ এমন বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন মেনকা? বলো, কি করলে সর্ব্বদাই তোমাকে প্রফুল্ল দেখ্‌তে পাই?

মেনকা। বন্দিনীর মনে কি কোনো সুখ আছে রাজা?

ত্রিশঙ্কু। কে বলে তুমি বন্দিনী? মুক্ত বিহঙ্গিণী তুমি—যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পার—কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। শুধু আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই—তা'তেই কি তুমি অসুখী? সত্যি মেনকা! এই অযোধ্যাধিপতি ত্রিশঙ্কুই আজ তোমার বন্দী······

মেনকা। কিন্তু রাজা! তুমি যে মানুষ। আমার সঙ্গে স্বর্গে যাওয়ার অধিকার তো তোমার নেই?

ত্রিশঙ্কু। কেন থাকবে না মেনকা? নিশ্চয়ই আছে। প্রেমিক যদি স্বর্গে যেতে না পারে—তাহলে তো স্বর্গের কোনো মাহাত্ম্যই থাকে না।

বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। ত্রিশঙ্কু!

ত্রিশঙ্কু। কে? গুরুদেব? আসুন, আসুন।

পদধূলি লইয়া আসন দেখাইলেন

বশিষ্ঠ। দেবরাজ আমাকে সংবাদ পাঠিয়েছেন—তুমি নাকি স্বর্গের অপ্সরী মেনকাকে বন্দিনী রেখেছ? অবিলম্বে তাকে মুক্তি না দিলে, তিনি তোমার প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করবেন······

ত্রিশঙ্কু। মেনকা যদি স্বর্গে যেতে না চায়?

বশিষ্ঠ। তবু তুমি মেনকাকে আশ্রয় দিতে পার না, তার কারণ—দেবরাজের বিরাগ-ভাজন হওয়া তোমার পক্ষে সঙ্গত নয়। তার ফলে তোমার রাজ্যে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি আরম্ভ হবে—শস্যহানি ঘট্‌বে—প্রজাসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা থাক্‌বে না। বেশী ক্রুদ্ধ হলে—তোমাকে তিনি বজ্রাঘাতেও ধ্বংস করতে পারেন······

ত্রিশঙ্কু। কিন্তু আমি জানি—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যার গুরু ও পুরোহিত—দেবরাজ ইন্দ্র তার কোনো ক্ষতি করতে পারেন না। আপনার মন্ত্র প্রভাবে দেবরাজের বজ্রও স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে······

বশিষ্ঠ। আজ আমি পুত্রশোকে মর্ম্মাহত। এ সময়ে ইন্দ্রের সঙ্গে একটা বিবাদ-বাধানো, তোমার পক্ষে সঙ্গত হবে না। বিশেষত, একটা বার-বিলাসিনীকে নিয়ে এই বিবাদ—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কোনো রাজার পক্ষে অত্যন্ত অগৌরবের কথা······

ত্রিশঙ্কু। না, না, গুরুদেব! তা' হতে পারে না। সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মেনকার রূপরাশি আমাকে মুগ্ধ করেছে—আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছি। মেনকাকে এখন ত্যাগ করলে আমি উন্মাদ হ'য়ে যাবো। উপায় করুন গুরুদেব! অন্তত কিছু দিনের জন্যে আমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিন ওই মেনকার সঙ্গে······

বশিষ্ঠ। বুঝেছি তুমি বিকারগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছ—হিতাহিত-কর্ত্তব্য-বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলেছ। তোমার পক্ষে স্বর্গবাসী হওয়া অসম্ভব। আচ্ছা, মেনকা! তোমার কি মত? পারবে চিরদিন এই মর্ত্ত্যলোকে বাস করতে?

মেনকা। মর্ত্ত্যের উত্তাপে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বাতাসের দুর্গন্ধে আমার দম্ আট্‌কে আসে। এ শাস্তি আর একটি দিনও সহ্য করতে পারছিনে······

বশিষ্ঠ। স্বর্গবাসিনীর পক্ষে মর্ত্ত্যেবাস যে অত্যন্ত ক্লেশকর—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ত্রিশঙ্কু-সম্বন্ধে তুমি কি বল্‌তে চাও?

মেনকা। আমি আর কি বলবো বলুন—উনি যদি আমার সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারেন, আমি খুব সুখী হবো, তার কারণ—আমি ওঁকে……

বশিষ্ঠ। বলো, বলো, থাম্‌লে কেন? লজ্জা কি? 'আমি ওঁকে ভালবাসি' এই তো বল্‌তে চাও? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এরূপ ভালো আর কতজন রাজপুরুষকে বেসেছ? কত ধনী-মহাজনকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে পথে বসিয়েছ? ত্রিশঙ্কু তোমার স্বরূপ জানে না—কিন্তু আমি জানি। ছি ছি ছি—এভাবে লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে কি সুখ পাও বল্‌তে পার?

মেনকা। আমাকে ক্ষমা করুন ব্রহ্মর্ষি! আমি আর একটি দিনের জন্যেও মর্ত্ত্যে বাস করতে চাই না……

বশিষ্ঠ। শুধু নিজের কথাটাই ভেবনা মেনকা! যে দুর্ব্বলচিত্ত হতভাগ্যের সর্ব্বনাশসাধন করেছ—তার কথাটাও ভাবো……

মেনকা। ব্রহ্মর্ষি! আপনি অন্তর্যামী। মানুষকে আমি কতখানি ঘৃণা করি, তাকি জানেন না?

বশিষ্ঠ। শুন্‌লে ত্রিশঙ্কু?

ত্রিশঙ্কু। না, না, মেনকা! তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে হলে, আমি একটি দিনও বাঁচ্‌বো না। আপনার পায়ে পড়ি, গুরুদেব! আমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দিন। আমি রাজৈশ্বর্য্য কিছুই চাই না—শুধু, শুধু ওই মেনকাকে চাই……

বশিষ্ঠ। শোনো ত্রিশঙ্কু! তোমার পক্ষে সশরীরে স্বর্গে-যাওয়ার কল্পনা—বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়……

ত্রিশঙ্কু। কেন গুরুদেব! প্রয়োজন হলে আপনি তো স্বর্গে যেতে

থাকেন ? একজন মানুষের পক্ষে যা সম্ভব, আর-একজনের পক্ষে তা সম্ভব নয় কেন ?

বশিষ্ঠ। সশরীরে স্বর্গে যেতে হলে, যে সাধনার প্রয়োজন, তাতো তোমার নেই বৎস ?

ত্রিশঙ্কু। আপনি যার গুরু ! ইচ্ছা করলে আপনিই পারেন তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে……

বশিষ্ঠ। না, তা পারি না ? গুরু পারেন—স্বর্গে-যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিতে। গুরুর নির্দ্দেশ মত সাধনা করতে হবে—পারবে ?

ত্রিশঙ্কু। কি করতে হবে—বলুন ?

বশিষ্ঠ। প্রথমত দ্বাদশ বৎসর অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হবে, পারবে ?

ত্রিশঙ্কু। দ্বাদশ বৎসর ? মেনকাকে পরিত্যাগ করে ? অসম্ভব… অসম্ভব……

বশিষ্ঠ। পর্ব্বতের উপর থেকে গড়িয়ে পড়া খুব সোজা, কিন্তু পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ-করা একটু শ্রম ও যত্ন-সাপেক্ষ !

ত্রিশঙ্কু। আপনি আমাকে মেনকার সঙ্গে স্বর্গে পাঠাতে পারবেন না তা'হলে ?

বশিষ্ঠ। না……

ত্রিশঙ্কু। (একটু চিন্তা করিয়া) বেশ, আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্নই হবো। তাঁকেই গুরু ও পুরোহিত পদে বরণ করবো। সে বিষয়ে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো ?

বশিষ্ঠ। কোনো আপত্তি নেই ত্রিশঙ্কু ! গুরু-বরণ-বিষয়ে শিষ্যের পূর্ণ-স্বাধীনতা আছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যদি পারেন তোমাকে

সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে, আমার আনন্দের সীমা থাকবে না, আসি তা'হলে…

প্রস্থান

ত্রিশঙ্কু। মাত্র আর দুটি দিন অপেক্ষা করো মেনকা! উগ্রতপা বিশ্বামিত্র আমাকে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন…

মেনকা। তোমাকে ত্যাগ ক'রে স্বর্গে গিয়েও তো আমি সুখী হ'তে পারব না রাজা!

ত্রিশঙ্কু। তবে যে বল্‌লে…

মেনকা। স্বর্গে গিয়ে তুমি তো আর মানুষ থাকবে না? তোমারও হবে অমরত্ব-লাভ! তখন আর আমার দুঃখ কি?

ত্রিশঙ্কু। মানুষকে তুমি যতই ঘৃণা করো মেনকা, দেবতার চেয়েও মানুষের প্রাণ বড়—মানুষের প্রেম গভীর! তোমার সঙ্গে আজ আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত। আমার প্রিয়তমা-মেনকা যেখানে আমার সঙ্গিনী—হোক সে নরক! তবু, আমি মনে করবো,—সেই আমার স্বর্গ…

মেনকা— গান

স্বর্গেও আছে নরকের বিভীষিকা,
নরকেও জ্বলে স্বর্গের দীপশিখা!
স্বর্গে দেখেছি নরক-রচনা,
দেব-দানবের অসি-ঝন্‌ঝনা—
সবার উপরে কল্পনা করি
মানুষের জয়-টীকা!
তাই তো তোমার কণ্ঠে পরাই
আমার প্রেমের -মালিকা।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান---বনভূমি

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—যোদ্ধ্‌বেশে সুন্দর ও তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ যুবকগণ।

সুন্দর। বন্ধুগণ! ব্রহ্মণ্য-দেবের নামে শপথ করো—বিশ্বামিত্রের এই অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাবে। বিশ্বামিত্রকে বুঝিয়ে দেবে—ব্রাহ্মণ নির্বীর্য্য নয়—ব্রাহ্মণত্ব—ক্লীবত্ব নয়! ক্ষমা শক্তিমানের···

ক্ষমার প্রবেশ

ক্ষমা। সুন্দর!

সুন্দর। চুপ্ করো ক্ষমা! তোমার কোনো কথা আর শুন্‌তে চাই না। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের ত্যাগ-বুদ্ধিই, দানব-বিশ্বামিত্রের দাম্ভিকতাকে বাড়িয়ে তুলেছে! ব্রহ্ম-শোণিতে তার এই তর্পণের জন্যে দায়ী, বশিষ্ঠের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়?

ক্ষমা। তোমার পিতাকে আমি সংবাদ পাঠিয়েছি—এখুনি আসবেন এখানে। তার আগে—তোমরা কোনো সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রো না—আমার অনুরোধ···

সুন্দর। তিনি এসেই তো জিজ্ঞাসা করবেন—কেন আমি এখনো বেঁচে আছি? পুত্রস্নেহ অপেক্ষা—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-প্রচারই আজ তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে···

ক্ষমা। তোমরা একটু আড়ালে অপেক্ষা করো—আগে আমিই শুনি তাঁর অভিমত কি? প্রয়োজন হ'লে এসে দেখা ক'রো···ওই যে তিনি আসছেন···

সকলের অন্তরালে গমন—বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। এই যে মা-ক্ষমা! আমার সুন্দর নাকি এখনো বেঁচে আছে?

ক্ষমা। হ্যাঁ আছে···

বশিষ্ঠ। কোথায় সে?

ক্ষমা। না, না, আমি ভুল বলেছি—যে বেঁচে আছে—সে আমার স্বামী, আপনার কেউ নয়। আপনার বুকটা তো শুষ্ক মরুভূমি! এই দেখুন—আমার সীমন্তে সিন্দুর! স্বয়ম্বরা আমি···

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র-কন্যা ক্ষমা আমার পুত্রবধূ? কী আশ্চর্য্য! কই, কই, আমার সুন্দর কই···?

ক্ষমা। সুন্দরকে আর নন্দনকে আমি এখনো লুকিয়ে রেখেছি—কিন্তু কিঙ্করের সঙ্গে দেখা হলেই—তাদের জীবন শেষ হবে। কেন আপনি এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করবেন না? ক্ষমা শক্তিমানের। দুর্ব্বলের ক্ষমা কি, অতি হীন কাপুরুষতা নয়?

বশিষ্ঠ। কে বলেছে আমি দুর্ব্বল? আমি যে কত শক্তিমান—তা' তুমি জানো না মা! আমি যদি—আমার এই বজ্রমুষ্টিতে ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করি—মা-বসুমতী কেঁপে উঠবেন—স্বর্গের দেবতারাও ভয় পাবেন···

ক্ষমা। তবে—কেন এত অত্যাচার সহ্য করছেন?

বশিষ্ঠ। আমি শক্তিমান বলেই বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা করতে চাই।

সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাই—আমি 'ব্রাহ্মণ' আর সে 'অব্রাহ্মণ'!

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। শুধু ক্ষমা আর সহিষ্ণুতাই কি ব্রাহ্মণত্ব? অন্যায়ের প্রতিবাদ না-করা, আর উদ্ধত বলদর্পীর অত্যাচার সহ্য করাই যদি হয় আপনার ব্রাহ্মণত্ব, তা'হলে আপনি অবিলম্বে ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করুন। পিতা হয়ে যিনি তার পুত্রহন্তাকে ক্ষমা করেন—তার ক্ষমা কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নয়…

বশিষ্ঠ। (হাসিয়া) তাই বুঝি তোমার এই সুপুরুষ-যোদ্ধবেশ? পারবে বিশ্বামিত্রকে শাস্তি দিতে?

সুন্দর। আমি একাকী না পারি—সমস্ত ব্রাহ্মণসমাজকে আহ্বান করবো—আমাকে সাহায্যের জন্য। তা'হলেই পারবো…

বশিষ্ঠ। তার অর্থ—তুমি নিজে একটা রাক্ষসের ভক্ষ্য হতে চাও না। নিজের ভাইগুলিকে দিয়ে তার শোণিত-পিপাসা শান্ত করতে চাও না। তুমি চাও—লক্ষ লক্ষ নিরপরাধের তপ্তরক্তে পৃথিবীর মাটি ভিজিয়ে দিতে। ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষার জন্যে সমষ্টিকে ধ্বংস করতে। ব্রাহ্মণত্ব তো দূরের কথা—মনুষ্যত্বের বিচারেও এ নীতি সমর্থনযোগ্য নয়…

সুন্দর। আপনি কি বলতে চান্—বিনা প্রতিবাদে আমিও সেই রাক্ষসের কাছে আত্মসমর্পণ করবো?

বশিষ্ঠ। তোমার ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে আমি কথনই অস্বীকার করবো না। তুমি যদি অব্রাহ্মণ সেজেও বেঁচে থাকতে চাও, সে চেষ্টা

করতে পার। কিন্তু ব্রাহ্মণের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করো না। ব্রাহ্মণের সংযম ও সহিষ্ণুতা, ব্রাহ্মণের ত্যাগবুদ্ধি ও উদারতা—সর্ব্বোপরি এই বিশ্ববাসীর নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনা, যদি তোমাকে উদ্বুদ্ধ না করে—তাহলে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয়-দেবার কোনো অধিকার তোমার নেই···

সুন্দর। বেশ, তাহলে জেনে রাখুন—আজ থেকে আমি 'অব্রাহ্মণ'···আর আমার একমাত্র সঙ্কল্প—অসুন্দর বিশ্বামিত্রকে ধ্বংস করা···

ক্ষমা। যেও না, দাঁড়াও। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। (পদতলে পড়িয়া) বাবা! সুন্দরকে রক্ষা করুন। এই অসুন্দর পৃথিবীতে ক্ষমা যে একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও বেঁচে থাক্‌বে না?

বশিষ্ঠ। মা আদ্যাশক্তি! ওঠো, ওঠো! সমুদ্র তুমি। তুমি কেন চাও—এই ক্ষুদ্র তড়াগের কাছে এক বিন্দু বারি-ভিক্ষা? তুমি তো শক্তির কাঙাল নও মা! তোমার ওই সতীত্বের তেজোদৃপ্ত নয়ন দুটিতে যে শক্তি আছে, তার কণামাত্রও নাই আমার ব্রহ্মদণ্ডে! ইচ্ছা-শক্তি তুমি! তুমি ইচ্ছা করলেই পার, তোমার সুন্দরকে জীবিত রাখতে।

ক্ষমা। পারি? সত্যিই কি আমি পারি, আমার সীমন্তের এই সৌন্দর্য্যটুকু অম্লান রাখ্‌তে?

বশিষ্ঠ। নিশ্চয়ই পারো—তুমি যদি না পারো, তাহলে এ পৃথিবীতে সেদিন ধ্বংসের বিষাণ বেজে উঠ্‌বে! নির্ম্মম অন্তর্দ্বন্দ্বের হানাহানিতে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্যই নষ্ট হয়ে যাবে। কিঙ্কর যদি আজ সুন্দরকে হত্যা করে—বিশ্বামিত্র যদি তাকে পুড়িয়ে ভস্ম ক'রেও ফেলে—তবু—তুমি পারো না, সেই চিতাভস্মের ভিতর থেকে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে।

আত্মবিস্মৃত হয়োনা মা! একমাত্র ক্ষমাই যে সব শক্তি ও সামর্থের উৎস, তাকি তুমি জানো না?

ক্ষমা। আশীর্ব্বাদ করুন, আমিই যেন পারি আমার সুন্দরকে রক্ষা করতে···

বশিষ্ঠ। বিশ্বপ্রসবিনী তুমি! তোমার বুকে যে অমৃতধারা প্রবাহিত হচ্ছে—তার সন্ধান কি তুমি নিজেই রাখো না? তোমার চোখে যে সৃষ্টির কামনা—সীমন্তের ওই রক্তবিন্দু যার সাক্ষী, সে কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে? নারীত্বের গৌরব তুমি, সৃষ্টির সৌরভ তুমি, তোমাকে ধ্বংস করতে কেউ পারে না···

ক্ষমা। আসি তা'হলে। চলো সুন্দর! যেখানেই তুমি যাবে—আমিও যাবো তোমার সঙ্গে···তোমার জীবনের দায়িত্ব আজ আমার···

উভয়ের প্রস্থান

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মণ্যদেব! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্···

ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাব

গান

ওরে ভয় নাই—কোনো ভয় নাই—
সত্য, শিব ও সুন্দর—চির-অক্ষয়!
তার ক্ষয় নাই।
জীবন-প্রবাহে মরণের ভয়—
স্বপনের মাঝে জয়-পরাজয়!
সব সংশয় ভেঙে দিয়ে, আমি—
সবারেই কাছে পাই!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজপ্রাসাদ

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—সিংহাসনে ত্রিশঙ্কু—পাত্র-মিত্র সকলেই উপস্থিত। **জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।**

প্রহরী। মহারাজ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র…

ত্রিশঙ্কু। (উৎফুল্ল ভাবে উঠিয়া) এসেছেন? আসুন, আসুন মহর্ষি…

আসন নির্দ্দেশ

বিশ্বামিত্র। কি জন্যে আমাকে স্মরণ করেছ ত্রিশঙ্কু?

ত্রিশঙ্কু। আপনার অসাধারণ তপঃশক্তির কথা শুনে, আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। আপনাকেই আমার গুরু ও পুরোহিত-পদে বরণ করতে চাই…

বিশ্বামিত্র। জানি বৎস! সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্যে, তুমি অত্যন্ত লালায়িত হ'য়ে উঠেছ। তা' বেশ তো—সে জন্যে তোমার দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। অবিলম্বে আমার নির্দ্দেশমত একটি যজ্ঞের আয়োজন করো…

ত্রিশঙ্কু। প্রভু! আপনি অন্তর্যামী! আমার অন্তরের এ আকাঙ্ক্ষাটি যদি পূর্ণ হয়—তা'হলে চিরদিনই আপনার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য হ'য়ে থাকবো…

বিশ্বামিত্র। হবে বৎস! হবে—তোমার এ সামান্য আকাঙ্ক্ষাটি আমি নিশ্চয়ই পূর্ণ করবো। কিন্তু তোমার কুলগুরু বশিষ্ঠ এ বিষয়ে কি বলেন?

ত্রিশঙ্কু। তিনি বলেন—আত্মসাধনা ভিন্ন কোনো মানুষের পক্ষেই স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয়…

বিশ্বামিত্র। বটে? তা'হলে কেন তিনি যজ্ঞাদিতে যজমানের পৌরোহিত্য করেন? তাঁর সে প্রতিনিধিত্ব কি শুধু বৃত্তিভোগের জন্যে? ওঃ কী নীচতা, কী স্বার্থপরতা!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাজ! মহর্ষি কণ্ব…

বিশ্বামিত্র। কণ্ব? বোধ হয় আমার সন্ধানেই এসেছেন এ পর্য্যন্ত। যাও ত্রিশঙ্কু! নিজে গিয়ে সসম্মানে নিয়ে এসো…

ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান

(স্বগত) বশিষ্ঠ! এইবার তোমার চরম পরীক্ষার দিন সমাগত। নির্বীর্য্য ব্রাহ্মণ! এইবার জগৎ দেখ্‌বে ব্রাহ্মণ কে? তুমি? না, এই বীর্য্যবান মহাতেজা বিশ্বামিত্র…

কণ্বের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। এসো, এসো, কণ্ব! আশ্রমের কুশল তো?

কণ্ব। হ্যাঁ, আমি তোমার কাছেই এসেছি বিশ্বামিত্র…

বিশ্বামিত্র। তা' জানি। আর, কেন এসেছ—তাও বুঝ্‌তে পারছি…

কণ্ব। কেন বলো তো?

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ পুত্রগণকে কেন এরূপ নৃশংস ভাবে হত্যা করছি —তার কারণ জান্‌তে···

কণ্ব। সত্যিই আমি বুঝ্‌তে পারছিনা—একজন যুগপ্রবর্ত্তক উদার ঋষির পক্ষে এরূপ জঘন্য জীঘাংসা-চরিতার্থ করার তাৎপর্য্য কি ?

বিশ্বামিত্র। আমার কার্য্য-বিশ্লেষণ করলেই উদ্দেশ্য বোঝা কঠিন হয় না। আমি দেখ্‌তে চাই—পাপাচারী বশিষ্ঠ সবংশে নির্ব্বংশ হয়েছে— তার নাম ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেছে···

কণ্ব। কেন ? দেবর্ষির অপরাধ কি ?

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠের মত বকধার্ম্মিক যে সমাজের কর্ণধার তার পতন অবশ্যম্ভাবী! ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে, যে অদূরদর্শী পাণ্ডিত্যাভিমানা বিধিনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে জন্মগত অধিকারে পরিণত করতে চায়—আমি সেই ধর্ম্মদ্রোহীকে ধ্বংস করবো! এই আমার সঙ্কল্প···

কণ্ব। কে ধর্ম্মদ্রোহী ? তুমি ? না বশিষ্ঠ ?

বিশ্বামিত্র। আমি ধর্ম্মদ্রোহী ?

কণ্ব। আমার তো তাই মনে হয়। বশিষ্ঠ কখনই জন্মগত অধি-কারের পক্ষপাতী নন্—সে কথা আমি জানি। তা' ব'লে, যে-কেউ ব্রাহ্মণত্বের দাবী নিয়ে সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করবে—আর তাকেই মান্‌তে হবে 'ব্রাহ্মণ' ব'লে, এ যুক্তিও সমর্থনযোগ্য নয়···বিশ্বামিত্র!

বিশ্বামিত্র। তুমি কি দেখ্‌তে পাওনা কণ্ব! শুধু তাকেই তিনি 'ব্রাহ্মণ' বলে সমাদর করেন—যিনি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন ? তুমি কি দেখ্‌তে পাওনা—সমাজে আজ মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ, চৌর্য্যাপরাধী ব্রাহ্মণ, মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ, পরদারাভিমর্ষণকারী ব্রাহ্মণ—কোনো ব্রাহ্মণেরই

অভাব নেই! ব্রাহ্মণ-সমাজের এই গ্লানির মূলে মূর্খ ও স্বার্থপর বশিষ্ঠের জন্মগত-অধিকারের নীতি ছাড়া আর কি থাকৃতে পারে? আমি ত্রিবিদ্যাসাধক বিশ্বামিত্র! যে-কোনো-একটা শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত নিরক্ষর ব্রাহ্মণসন্তানও আমার মাথার উপর পা তুলে দিতে সাহস করে—যেহেতু সে জানে, আমি ক্ষত্রিয়! সমাজের এই অধোগতির জন্যে দায়ী কে?

কণ্ব। তোমার মতে, এ বিষয়ে বশিষ্ঠের কর্ত্তব্য কি?

বিশ্বামিত্র। কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য—ব্রাহ্মণ সমাজের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ করা। যে-কোনো বংশে মানুষ জন্মগ্রহণ করুক না কেন—যাঁর মধ্যে সত্যকার ব্রাহ্মণত্ব প্রতিভাত হবে, তাকেই ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে, যদি কেউ অব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করে—কেন তিনি তাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেন না, ব্রাহ্মণসমাজের গণ্ডীর বাইরে? শুধু আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতেই তাঁর অসহ্য অন্তর্দাহ!

কণ্ব। আচ্ছা বিশ্বামিত্র! তুমি কেন ব্রাহ্মণ হতে চাও?

বিশ্বামিত্র। বংশ-নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানব-সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্যে। সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজারা যদি আজ আমাকে গুরু ও পুরোহিত পদে বরণ করেন, তাহলে আমি কি করতে পারি জানো?

কণ্ব। কি?

বিশ্বামিত্র। স্বর্গকে মর্ত্ত্যে নাবিয়ে আনৃতে পারি। প্রত্যেক রাজ্যকে এক-একটি নন্দন-কাননে পরিণত করতে পারি। আমার পৌরোহিত্যের ফলে—নিশ্চয়ই জনসাধারণের কোনো দুঃখ বা দারিদ্র্য থাকবে না। এমন কি একদিন তারা ইন্দ্রের প্রভুত্বকেও অস্বীকার করতে সাহসী হবে! মনে প্রাণে অনুভব করতে শিখ্‌বে—"সর্ব্বম্ আত্মবশম্ সুখম্! সর্ব্বম্ পরবশম্ দুঃখম্!"

কণ্ব। ত্রিবিদ্যা-সাধকের পক্ষে এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন-রচনা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের যুক্তিও তো অস্বীকার করা যায় না?

বিশ্বামিত্র। কি তাঁর যুক্তি?

কণ্ব। তিনি বলেন—জড়বাদের মোহে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধির পন্থা নির্দ্ধারণই ব্রাহ্মণত্ব নয়। ব্রাহ্মণের আদর্শ আরও উচ্চ, আরো মহৎ! সমাজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সে আদর্শ গড়ে উঠেছে······

ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। আদর্শ! আদর্শ! বলি আদর্শের স্রষ্টা কে? হয় তুমি, না হয় তিনি বা আমি। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল! মূর্খরা আজ যাকে আদর্শ মনে করে—কাল তার মিথ্যা-মুখোস্ খুলে যায়! অতি বিভ্রান্তিকর অসত্য বলেই প্রমাণিত হয়। প্রগতি-বিরোধী মূর্খ বশিষ্ঠ কি এই গতিশীল জগৎটাকে তার অন্ধ-বিশ্বাসের আবর্ত্তে নিমজ্জিত রাখতে চায়?

কণ্ব। তুমি কি বলো—শুধু ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করলেই মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়বে?

বিশ্বামিত্র। জিজ্ঞাসা করি—জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে কি কোনো সীমা রেখা আছে? একের অভাবে, অন্যের অস্তিত্ব-লোপ কি অবশ্যম্ভাবী নয়? দেহকে দলিত ক'রে মনকে উন্নত করা, আর মনকে পীড়িত ক'রে—দেহকে স্বাস্থ্যবান রাখা বাতুলের কল্পনা! ব্যক্তির পক্ষে সে ইন্দ্রজাল সম্ভব হলেও, সমষ্টির পক্ষে অসম্ভব। আমি দিব্যদৃষ্টিতে

দেখতে পাচ্ছি—বশিষ্ঠের মূর্খতার ফলেই এই আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে 'ব্রাহ্মণত্ব' একদিন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে···নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাজ! একটি বিদেশী ক্ষত্রিয় যুবক······

ত্রিশঙ্কু। কি প্রয়োজন?

প্রহরী। মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী···

ত্রিশঙ্কু। অপেক্ষা করতে বলো···

বিশ্বামিত্র। যেওনা প্রহরী, দাঁড়াও···কে এসেছে—জানো ত্রিশঙ্কু?

ত্রিশঙ্কু। কে গুরুদেব?

বিশ্বামিত্র। (একটু চিন্তা করিয়া) বশিষ্ঠপুত্র সুন্দর! সে ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করেছে—তোমার সাহায্য প্রার্থনা করতে আসছে···

ত্রিশঙ্কু। কিসের সাহায্য?

বিশ্বামিত্র। সে আমাকে ধ্বংস করতে চায়···তার ভ্রাতৃহন্তা বিশ্বামিত্রকে শাস্তি দিতে চায়। যাও প্রহরী, তাকে নিয়ে এসো··· তুমি এখানে থেক না ত্রিশঙ্কু! অন্তরালে যাও···

কণ্ব। আমিও এখন আসি বিশ্বামিত্র!

বিশ্বামিত্র। কেন? নির্বিষ ব্রাহ্মণের কুলোপণা চক্রটি দেখে যাও···

কণ্ব। তার চেয়ে তোমার দাম্ভিকতাই আমাকে বেশী ক্লেশ দিচ্ছে। তোমার বিষাক্ত জিহ্বা একটি শোকসন্তপ্ত ব্রাহ্মণ যুবককে নির্য্যাতন করতে পারে তা' আমি জানি। প্রয়োজন হলে—তুমি তাকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করতে পার—সে আশঙ্কাও করি। সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করাই আমার পক্ষে সঙ্গত। আসি তা'হলে—কিছু মনে করো না···

প্রস্থান

অন্যদিক দিয়া সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। (চমকিতভাবে) এ কি! আপনি এখানে?

বিশ্বামিত্র। (হাসিয়া) ভয় পাচ্ছ?

সুন্দর। ভয় কাকে বলে তা' আমি জানি না।

বিশ্বামিত্র। তাই বুঝি, একটি নারীর অঞ্চলপ্রান্তে লুকিয়ে চোরের মত বেঁচে আছ? যার প্রাণের এত মায়া, তার নির্ভিকতার দম্ভ হাস্যকর নয় কি?

সুন্দর। অপ্রত্যাশিতভাবে যখন দেখা হয়ে গেল, তখন আপনাকে একটা কথা জানিয়ে যাই···

বিশ্বামিত্র। কি?

সুন্দর। আমি ব্রাহ্মণও নই, ক্ষত্রিয়ও নই, আমি ধর্ম্মদ্রোহী! মানুষ হিসাবেই প্রমাণ করতে চাই—ধর্ম্মের ভণ্ডামি মানুষের যত অনিষ্ট করেছে—তত আর কেউ করেনি। আমার বিচারে—ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, বা মহর্ষি—ঋষিরা সকলেই, আজ অমানুষ প্রমাণিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত মতবাদ প্রচারের দাম্ভিকতা নিয়ে, ধর্ম্মের মুখোস্ পরে—আপনারা কি পশুত্বকেও লজ্জা দিচ্ছেন না? মানব-সভ্যতার গ্লানি আপনারা—ধর্ম্মের নামে আজ যে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন—তার বীভৎস রূপ কি পশুত্বের নগ্ন-আচরণকেও অতিক্রম করেনি?

বিশ্বামিত্র। তা'হলে, তোমার এ বিদ্রোহ শুধু আমার বিরুদ্ধে নয়, তোমার পিতার বিরুদ্ধেও?

সুন্দর। নিশ্চয়ই···এতগুলি অসহায় নিরীহ প্রাণীর অকাল-মৃত্যুর জন্যে তাঁর দায়িত্বও কিছু কম নয়।

বিশ্বামিত্র। আশা করি, তোমার এ ধর্ম্ম-দ্রোহিতার সংবাদ তিনিও রাখেন? তাঁকেও জানিয়েছ তোমার অভিযোগ?

সুন্দর। হ্যাঁ, জানিয়েছি…

বিশ্বামিত্র। কি উত্তর পেয়েছ?

সুন্দর। ব্রাহ্মণ্য-সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হবেন না তিনি…

বিশ্বামিত্র। তা'হলে এখন কি করতে চাও—তোমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য কি?

সুন্দর। ভেবেছিলাম—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত মানব-সমাজকে আপনাদের এই দুটী বিশিষ্ট মতবাদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌বো—নিজেই তাদের নেতৃত্বগ্রহণ ক'রে বিদ্রোহ-ঘোষণা করবো…কিন্তু ক্ষমা আমার এ সঙ্কল্প-গ্রহণের অন্তরায়।

বিশ্বামিত্র। কেন?

সুন্দর। ক্ষমা বলে—ব্রহ্মর্ষি একজন নির্ব্বাক দর্শক সাজ্‌লেও, সে সশস্ত্র-বিদ্রোহ-দমনের জন্যে ত্রিবিদ্যাসাধক কোনো কার্পণ্য করবেন না। সে রক্ত-প্লাবনের বিভীষিকা কল্পনা ক'রে—ক্ষমা শিউরে ওঠে! সে বলে—শক্তির মাদকতায়, আপনি নাকি আজ হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছেন…

বিশ্বামিত্র। মূর্খ সে। তোমার চেষ্টায়, শুধু আমার বিরুদ্ধে কেন, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের বিরুদ্ধেও যদি জনমত গঠিত হয়ে ওঠে—ক্ষত্রিয় রাজারা যদি বশিষ্ঠের প্রাধান্য অস্বীকার করেন, তাহলেই আমি তৃপ্ত ও শান্ত—এমন কি সমাজের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধেও নিরুদ্বিগ্ন! কিন্তু একটি কথা…

সুন্দর। কি?

বিশ্বামিত্র। প্রতিজ্ঞা করো—আজ থেকে তুমি আর ক্ষমার মুখ-দর্শন করবে না। তাহলে আমিও তোমার কোনো বিরুদ্ধাচরণ করবো না···একথা নিশ্চয় জেনো।

ক্ষমার প্রবেশ

ক্ষমা। না, না, এ ভয়ানক প্রতিজ্ঞা তুমি করো না সুন্দর!

বিশ্বামিত্র। কেন করবে না ক্ষমা?

ক্ষমা। তোমার এ কূটনৈতিক দুরভিসন্ধি—সুন্দর না বুঝ্‌লেও নেই, আমি বুঝি। যেখানে ক্ষমা নেই, সেখানে সুন্দরও নেই—সমৃদ্ধিও নেই! ওগো মদগর্ব্বী ত্রিবিদ্যাসাধক! করজোড়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি—এই ফল-ফুলে-সুশোভিত সুন্দর-পৃথিবীকে অতি কদর্য্য ও কুৎসিত ক'রে তুলো না। ধরিত্রীর ওই নয়নানন্দ শ্যাম-শোভাকে আত্মঘাতী সংঘর্ষের আগুনে ছাই করে দিও না···

বিশ্বামিত্র। (উত্তেজিতভাবে) ক্ষমা!

ক্ষমা। তোমার ও রাঙা চোখ দুটিকে আমি তো আর ভয় করিনা বাবা! আজ আমার এই সীমন্তের সিঁদুর-বিন্দু যে ওদের চেয়েও ঢের বেশী রাঙা। চলে এসো সুন্দর···

বিশ্বামিত্র। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) না, সুন্দর যাবে না, সুন্দরকে আমি যেতে দেব না। আমি তার ধর্ম্মদ্রোহিতা সমর্থন করি। সেই কারণেই তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বো, আর তোর সঙ্গে জীবনে যা'তে সে দেখা না-করে, সে ব্যবস্থাও করবো···এসো সুন্দর!

উভয়ের প্রস্থান

ক্ষমা। ব্রহ্মণ্যদেব! বলে দাও—আমি এখন কি করবো? আমার উপায় কি?

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপ্রাসাদের একাংশ

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—নটবর ও তাহার গৃহিণী

নটবর। বুঝ্‌লে গৃহিণী—'কপালম্—কপালম্—কপালম্—মূলম্!' জয় গুরু! জয় গুরু! জয় গুরু!

গৃহিণী। বলো কি? তুমি হবে এই অযোধ্যার রাজা, আর আমি হবো তোমার রাণী?

নটবর। সবই গুরুর ইচ্ছা!

গৃহিণী। আমার মনে কিন্তু একটা সন্দেহ জাগ্‌ছে…

নটবর। কি সন্দেহ?

গৃহিণী। গুরুদেব নাকি রোজ নিজের হাতে একটা করে নরবলি দেন…?

নটবর। যাও যাও, বাজে ব'কো না! আসল ব্যাপারটা বল্‌ছি শোনো—রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাচ্ছেন—অতএব সিংহাসনটা এখন খালি পড়ে থাক্‌ছে!

গৃহিণী। তুমি ছাড়া, সে সিংহাসনে বস্‌বার লোক কি আর জুট্‌লো না?

নটবর। কেন জুট্‌বে না? গুরুদেবের কাছে প্রায় দশ হাজার আবেদন এসেছে—তা সব অগ্রাহ্য ক'রে—কেন যে তিনি আমাকেই

মনোনীত করলেন—এ রহস্যটা কেউ বুঝতে পারছে না। গুরু-কৃপাহি কেবলম্ ··জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু !

কুল-পুরোহিতের প্রবেশ

পুরোহিত। আসুন নবদীক্ষিত ক্ষত্রিয়-দম্পতি ! শুভ মুহূর্তে আপনাদিগকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে···

নটবর। ওই শোনো গৃহিণী আহ্বান এসেছে ! আমার যে নাচ্‌তে ইচ্ছে করছে—চোখের জল চাপ্‌তে পারছিনে। দু'বেলা দুমুঠো অন্ন জুটতো না···আর আজ আমি রাজা ? জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু !

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। যজ্ঞান্তে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠিয়েছি। যাও ক্ষত্রিয়-দম্পতি ! আজ থেকে তোমরাই অযোধ্যার রাজা ও রাণী···

উভয়ে যাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন

নটবর। গুরুদেব ! আজ বুঝলাম—এ সংসারে 'গুরু-কৃপাহি কেবলম্···'

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্—
তৎপদং দর্শিতং যেন, তস্মৈঃ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

জয় গুরু ! জয় গুরু ! জয় গুরু···

বিশ্বামিত্র। অতি-ভক্তি কিসের লক্ষণ, তা আমি জানি নটবর ! তোমার মত একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন—অপগণ্ডকে সিংহাসনে বসাবার

উদ্দেশ্য—আমি নিজেই রাজকার্য্য পরিচালনা করবো—একথাটা মনে থাকে যেন…

নটবর। যে আজ্ঞে…জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু…

ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ

ত্রিশঙ্কু। প্রভু! পুষ্পক-রথ যে একেবারেই অচল! চালক বহু চেষ্টা করছে—তবু চল্‌ছে না…

নটবর। গিন্নি! দফা সেরেছে…

বিশ্বামিত্র। (একটু চিন্তা করিয়া) কেন বলো তো? তোমার সঙ্গে বুঝি আর কেউ উঠেছে সে রথে?

ত্রিশঙ্কু। আজ্ঞে হ্যাঁ…

বিশ্বামিত্র। কে সে?

ত্রিশঙ্কু। অপ্সরী মেনকাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই…

বিশ্বামিত্র। আঃ! সে কথা আমাকে আগে বলোনি কেন? না, না, এখন আর তা' হতে পারে না। মেনকা অন্য পথে অন্য রথে যাবে। অবিলম্বে তাকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। যাও, আর দেরি করো না—তুমি একা উঠ্‌লেই রথ চল্‌বে…

ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান

নটবর। বাঁচ্‌লাম রে বাবা! জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু!

অন্যপথে পুরোহিতের সঙ্গে প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। প্রভু! পাত্রমিত্র সকলেই তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে—অযোধ্যার পবিত্র-সিংহাসনে—একটা অযোগ্য পথের ভিখারীকে বসানো, আপনার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়।

বিশ্বামিত্র। (সক্রোধে) অন্যায়? এ ন্যায়ান্যায়ের বিচারকর্তা কে? প্রতিবাদকারীদের ব'লে দাও—সিংহাসন এখন আমার। আমি সেখানে যাকে বসাবো, সেই বসবে…যাও…

মন্ত্রীর প্রস্থান

রক্তাক্ত-কলেবরে কিঙ্করের প্রবেশ

কিঙ্কর। মহর্ষি! বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেও শেষ পর্যন্ত আমার কর্ত্তব্য-পালন করেছি। এখন আমাকে মুক্তি দাও…

বিশ্বামিত্র। নন্দনকে হত্যা করেছ?

কিঙ্কর। শুধু নন্দনকে কেন? সুন্দরকেও হত্যা করেছি…

বিশ্বামিত্র। সে কী! সুন্দরকেও হত্যা করেছিস্। আমি যে বিশেষভাবে নিষেধ করেছিলাম,—তাকে হত্যা করিস্ না…তার জীবনে আমার প্রয়োজন আছে?

কিঙ্কর। একটা রাক্ষসের কাছে, এতখানি উদারতা আশা করতে পার না মহর্ষি! ক্ষমার প্রণয়ীকে জীবিত রাখা কি কিঙ্করের পক্ষে সম্ভব?

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা কোথায়?

কিঙ্কর। সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু আমি তার বাহু-বেষ্টন থেকে বলিষ্ঠ সুন্দরকে ছিনিয়ে নিয়েছি। যখন সেই যৌবনোদ্দীপ্ত প্রশান্ত বুকটাকে চিরে ফেলেছিলাম—মহর্ষি! তখন সে দৃশ্য দেখ্‌লে, তুমিও আনন্দে নৃত্য করতে! উঃ সে কী রক্ত!

বিশ্বামিত্র। আঃ চুপ কর্…আর শুনতে চাই না…

কিঙ্কর। পশ্চিম-গগনে ওই যে একখণ্ড রাঙা মেঘ দেখ্‌ছো—ওটা সত্যি মেঘ নয় মহর্ষি! সুন্দরের বুকের তাজা-রক্ত! কী সুন্দর

জমাট বেঁধেছে! তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না—পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য আজ পালিয়ে গিয়ে, ওই আকাশের কোণে আশ্রয় নিয়েছে! দেখো, দেখো, চারিদিকে কী বীভৎসতা! আমার মত রাক্ষসের চোখেও অসহ্য!··· মুক্তি দাও মহর্ষি! আমাকে মুক্তি দাও···

বিধবা বেশে ক্ষমার প্রবেশ

ক্ষমা। বাবা! আশৈশব তুমি আমাকে বুকে করে রেখেছ। কত স্নেহে, কত যত্নে প্রতিপালন করেছ—কিন্তু আজ তার সব শেষ হ'য়ে গেল। হয়তো, এ জীবনে আর দেখা হবে না, তাই শেষ বিদায় নিতে এসেছি···

প্রণাম করিয়া প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। (চোখ মুছিযা) কী আশ্চর্য্য! আমার চোখে যে জল আছে—তা'তো আমি জান্‌তাম না···

কিঙ্কর। মুক্তি দাও, মুক্তি দাও মহর্ষি! সুন্দরকে হত্যা করার পর—আমার রাক্ষস-জীবনের একটি মুহূর্ত্ত যেন একটি বৎসর মনে হচ্ছে···

অরুন্ধতীর প্রবেশ

অরুন্ধতী। কই, কই সে ব্রহ্মঘাতী নরপশু? বিশ্বামিত্র! তুমি ব্রাহ্মণত্ব দাবী করো? এই পুত্র-শোকাতুরা অরুন্ধতী তোমাকে···না, না, না—বশিষ্ঠ-পত্নী আমি! স্বামীর নির্দ্দেশ—তোমাকে কোনো অভিশাপ দিতে পারবো না। চোখ ভরা জল নিয়ে আশীর্ব্বাদ করি—'বিশ্বামিত্র, তুমি সুখী হও!' 'তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক!' নন্দন! আমার নন্দন কোথায় গেল? খুঁজে দেখি···খুঁজে দেখি···

প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। এখনো বশিষ্ঠ অচঞ্চল! কী আশ্চর্য্য! সে কি রক্ত-মাংসের মানুষ নয়? এত নির্য্যাতন কি কোনো মানুষ সহ্য করতে পারে?

কিঙ্কর। (বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া) মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, বিশ্বামিত্র! এ যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি নে···

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ত্রিশঙ্কুর প্রমোদোদ্যান

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—মেনকা বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিল—সহচরীরা নৃত্যগীত করিতেছিল।

গান

চুপি চুপি তোরে সখি বলি শোন্
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন!
ঘুম ঘোরে তোর—এলো মন-চোর
ছল ছল দুটি বাঁকা-নয়ন।
ধীরে ধীরে তোর মন-যূঁথিরে,
কহিল সজনী, 'এসেছি ফিরে'
বিরহের গান—হলো অবসান
মনে মনে হ'লো মধু-মিলন।

গানান্তে বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

সহচরীদের প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। মেনকা! আজ আর তোমার স্বর্গে যাওয়া হবে না। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি—ক্ষমা আমাকে ছেড়ে চ'লে

গেছে। তোমার সেবা ও যত্নে, ক্ষমার অভাব ভুলে থাকতে চাই…

মেনকা। স্বর্গে ফিরে যাবার জন্যে আমার মনটা বড়ই অস্থির হ'য়ে উঠেছে মহর্ষি!

বিশ্বামিত্র। না, না, তা' হতে পারে না। এই মর্ত্ত্যেই আমি স্বর্গের আবহাওয়া সৃষ্টি করবো। তোমার কোনো ক্লেশের কারণ ঘটবে না। তুমি এসো—এসো—আমার পদসেবা করো…

মেনকা পদসেবা করিতে বসিল

নাচিতে নাচিতে গীতমুখে কন্দর্প-বেশে নন্দনের প্রবেশ

গান

বেঁচে উঠেছি—নব-জীবনে—
অতনু-তনু, হেরি স্বপনে!
এ ফুল-ধনু কোথা যে পাওয়া,
কেন যে আমার এ গান-গাওয়া,
জানি না কিছু, বুঝি না মনে।
ফাগুন এলো, জাগে শিহরণ—
এলো সুমধুর মলয়-পবন!
নাচাতে মোরে—এ শুভখনে।

বিশ্বামিত্র। কে তুই বালক? বশিষ্ঠপুত্র নন্দন ব'লে মনে হচ্ছে!

নন্দন। হ্যাঁ ঋষি-ঠাকুর! আমি নন্দন! আমাকে এভাবে কে সাজিয়েছে জানো? তোমার মেয়ে ক্ষমা!

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা? কেন?

নন্দন। তুমি একটু চুপ ক'রে ব'সো…ওভাবে কট্‌মটিয়ে চেয়ো না আমার দিকে। তোমার বুকে এই ফুলশরটা মেরেই পালিয়ে যাবো আমি! ক্ষমা বলেছে—আমার নাম এখন কন্দর্প! নন্দন নয়…

ফুলশর আঘাত করিয়া পালাইতেছিল বিশ্বামিত্র ধরিয়া ফেলিলেন

বিশ্বামিত্র। বল্! কেন আমার বুকে শরাঘাত করলি? নইলে, তোকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো…

নন্দন। আমার কি দোষ! ক্ষমা বলেছে—ওই ফুলের আঘাতে তুমি নাকি ছট্‌ফট্ করে মরবে! তোমার সব দর্প চূর্ণ হবে! তোমার সে-দুর্দ্দশা দেখে আমার মরা-ভাইরা হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌বে! ওঃ কী মজাই হবে—আমি পালাই…

প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। এ কী মানসিক চঞ্চলতা! তপঃসিদ্ধ ঋষি আমি, এ কী ভয়ানক চিত্ত-বিকার? না, না, মেনকা! তা' হ'তে পারে না…

মেনকা। কী হ'তে পারে না মহর্ষি?

বিশ্বামিত্র। হঠাৎ চারিদিকে এত ফুল ফুটে উঠ্‌লো কেন? মৃদুমন্দ সমীরণে এত সৌরভ ছড়িয়ে দিল কে? মেনকা! মেনকা! কী অপূর্ব্ব সুন্দরী তুমি! নন্দন-বন-বিহরিণী প্রেয়সী আমার…

মেনকা। আমার হাত ছেড়ে দাও মহর্ষি! আমি তোমার অযোগ্যা…

বিশ্বামিত্র। চুপ্! জগৎ যেন জান্‌তে না পারে। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এ চিত্ত-বিকারের কথা, আলো-বাতাসের কাছেও গোপন

রাখ্‌তে হবে। তুমি ভয় পেয়োনা সুন্দরী! আমি এখুনি সূর্য্যকে অস্তে পাঠিয়ে দিচ্ছি—বাতাসের শ্বাস-রুদ্ধ করে ফেল্‌ছি…মেনকা! মেনকা! —ভয় নেই, লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, শুধু—তুমি আর আমি…

স্থান—বনপথ

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—ক্ষমা পুষ্প-চয়নান্তে ফিরিতেছিল—পুত্রশোকে উন্মাদিনী অরুন্ধতীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী। শোনো বাছা, একটা কথা শোনো—তুমি কি দেখেছ?

ক্ষমা। কি?

অরুন্ধতী। ফুল-সাজে একটি ছোট্ট ছেলে কোন্ দিকে গেল? বড্ড সুন্দর ছেলে! দেখ্‌লেই কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে হয়…

ক্ষমা। (পদধূলি লইয়া) সে তো তোমার ছেলে নয় মা?

অরুন্ধতী। চুপ্, আমাকে 'মা' বলে ডেকোনা। বিশ্বামিত্র শুন্‌তে পেলে এখুনি রাক্ষস্ লেলিয়ে দেবে। নিঃসন্তান আমি। বুকটা আমার একেবারেই শুকিয়ে গেছে! ছিল, হ্যাঁ ছিল, অনেক সন্তান আমার ছিল! কিন্তু তারা কেউ আর নেই—আমি আছি—বেশ আছি! হাহাহাহা…

ক্ষমা। বাবা! তুমি কি করেছ?

অরুন্ধতী। কে তোর বাবা, বিশ্বামিত্র? আচ্ছা বল্‌তে পারিস্ বিশ্বামিত্রের একটা মা ছিল কিনা? মার বুকের দুধ সে কখনো খেয়েছে

কিনা? (কাঁদিয়া) মার বুকের ব্যথা যে বোঝে না, নিশ্চয়ই কোনো মার কোলে তার জন্ম হয়নি—'মা' ব'লে সে কাউকে ডাকেনি···

ক্ষমা। কেঁদনা মা! চোখ মুছে ফেলো···

অরুন্ধতী। আবার? (ক্রুদ্ধভাবে) আবার আমাকে মা ব'লে ডাকছিস্? তোর তো বেজায় দুঃসাহস দেখ্‌ছি? বলি, কাদের মেয়ে তুই? সত্যি বল্—তোর মা কে, আর বাবাই বা কে?

ক্ষমা। আমার বাবা মরে গেছে—তুমিই আমার মা···

অরুন্ধতী। বটে? আমাকে গালাগালি দিচ্ছিস্? বিধবার মেয়ে তুই, নিজেও বিধবা, আমি কেন তোর মা হতে যাবো? তোর বুঝি ইচ্ছে —আমিও তোর মত বিধবা হই···?

ক্ষমা। আমি যে তোমার পুত্রবধূ মা!

অরুন্ধতী। ও, তাই বল্···তুই বুঝি বিশ্বামিত্রের সেই রাক্ষসী মেয়েটা, যে আমার সুন্দরের বুক চিরে রক্ত খেয়েছে? আর কাকে খেতে চাস্—কেউ তো বাকি নেই! আমাকে খাবি? খা, খা, আমার এই মাথাটা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খা···

ক্ষমা। তোমার সুন্দর মরেনি মা। রাক্ষসের ভয়ে আমি তাকে এই বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি। দেখ্‌ছো না, গাছে এখনো ফুল ফুটছে, ফল ধরছে! তরুলতার শ্যাম শোভা একটুও ম্লান হয়নি। পৃথিবী তো এখনো—অসুন্দর হ'য়ে ওঠেনি মা?

অরুন্ধতী। না, না, রাক্ষসী! তোর মুখ আমি দেখ্‌বো না··· খুঁজে দেখি, আমার নন্দন কোন্ দিকে গেল···

প্রস্থান

ক্ষমা। এ সংসারে পুত্র-শোকাতুরা মার জন্যে বুঝি কোনো সান্ত্বনাই নেই···

মেনকার প্রবেশ

মেনকা। ক্ষমা! আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি? কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে? নির্ম্মম বাপের এ কী নির্ম্মম মেয়ে তুমি?

ক্ষমা। আমি নির্ম্মম? বলো কি? তোমার সঙ্গ লাভ ক'রে বাবা আমার কত শান্তিতে আছেন। স্বর্গের অপ্সরী তুমি, তোমার সেবা ও যত্নে তিনি আজ সংসার ভুলেছেন—বিধবা-মেয়েটা বেঁচে আছে, কি মরে গেছে, সে খবরও রাখেন না···ওই যে বাবা এই দিকেই আস্‌ছে···আমি পালাই···

প্রস্থান

উন্মত্তের মত বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। মেনকা, মেনকা, তুমি আমার চোখের আড়ালে চলে এলে কেন? আমার আকাঙ্ক্ষা যে এখনো অতৃপ্ত···সর্ব্বদাই তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করছে! মেনকা তুমি কী অপূর্ব্ব সুন্দরী!

মেনকা। মহর্ষি! একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

বিশ্বামিত্র। কি?

মেনকা। তোমার বিধবা মেয়ে অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করছে —তা বোধ হয় তুমি জানো?

বিশ্বামিত্র। (দীর্ঘশ্বাস) হ্যাঁ—জানি···

মেনকা। তার চোখের উপর, তোমার এ কী কুৎসিত আচরণ? তুমি না একজন সমাজ-সংস্কারক স্বয়ংসিদ্ধ ঋষি?

বিশ্বামিত্র। চুপ্ করো মেনকা! কোনো হিতোপদেশ শুন্‌বার মত মানসিক স্থৈর্য্য এখন আমার নেই। আমার তপঃক্লিষ্ট ধমনীর প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু আজ উচ্ছ্বসিত—মদির-চঞ্চল! কী সুমধুর তোমার কণ্ঠস্বর—গাও, গাও, মেনকা! আর একটা গান গাও—আমি শুনি···

মেনকা গাহিল

গান

আজি, নন্দনে আনন্দ-কলরব
এ কী—মত্ত-মহোৎসব!
ধন্য, ধন্য, মনোভব।
মন্দাকিনী কূলে—নাচো দুলে, দুলে,
হে মীন-কেতন!
শিহরণ তোলো ফুলে ফুলে—
হ'য়ো না নীরব!
এ কী মত্ত-মহোৎসব—
ধন্য, ধন্য, মনোভব।

কণ্বের প্রবেশ—তাহাকে দেখিয়া মেনকার প্রস্থান

কণ্ব। বিশ্বামিত্র!

বিশ্বামিত্র। কে? কণ্ব? হঠাৎ তুমি এখানে কেন?

কণ্ব। তোমার অবস্থাটা একবার দেখাবার জন্যে তোমারি মেয়ে ক্ষমা আমাকে ডেকে এনেছে···

বিশ্বামিত্র। হুঁ! বুঝ্‌তে পেরেছি—পাপীষ্ঠা আমাকে লোকসমাজেও লজ্জা দিতে চায়···

কণ্ব। লজ্জা কি তোমার আছে? ওগো ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ত্রিবিদ্যা-সাধক! লজ্জাকে তুমি লজ্জা দিযে বহু দূরে তাড়িয়েছ···ছিছিছি···

রাজবেশে ব্যস্তভাবে নটবরের প্রবেশ

নটবর। প্রভু! ত্রিশঙ্কু মর্ত্ত্যে নেবে আস্‌ছে···

বিশ্বামিত্র। কেন?

নটবর। স্বর্গাধিপতি দেবেন্দ্র তাঁকে স্বর্গদ্বারে প্রবেশাধিকার দেন্ নাই···

বিশ্বামিত্র। বুঝতে পেরেছি, বশিষ্ঠের প্ররোচনায় ইন্দ্রও আজ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী! আচ্ছা, (উর্দ্ধমুখে) আর নেবে এসো না ত্রিশঙ্কু! মধ্য পথেই অবস্থান করো। প্রয়োজন হলে তোমার জন্যে দ্বিতীয় স্বর্গ রচনা করবো···

কণ্ব। (বিস্মিতভাবে) দ্বিতীয় স্বর্গ রচনা করবে?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ, দ্বিতীয় স্বর্গ রচনা করবো···ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যকে ম্লান ক'রে দেবো। দাম্ভিক ঐশ্বর্য্যাভিমানীকে বুঝিযে দেবো—আমার তপঃশক্তির কাছে—তার ইন্দ্রত্ব কত তুচ্ছ!

নটবর। আমি তা'হলে এখন আসি—প্রভু (পদধূলি লইয়া) জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু! দফা সেরেছিল আর কি! ত্রিশঙ্কু ফিরে এলে, নিশ্চয়ই তার পিতৃ-সিংহাসন দাবী করতো। আমি তখন আবার যে নটবর, সেই নটবর! কী বাঁচাই বাঁচ্‌লামরে বাবা! জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু!

প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। মুখের দিকে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চেয়ে আছ কেন কণ্ব? কি দেখ্‌ছো?

কণ্ব। দেখ্‌ছি তুমি কি? আর ভাব্‌ছি—তোমার এ মদগর্ব্বিতার শেষ কোথায়?

বিশ্বামিত্র। শোনো কণ্ব! কোনো বিষয়েই তোমাদের মত শান্তি-প্রিয়তা ও সুনিদ্রা আমার নেই। খানিকটা উদ্দীপনা আর উত্তেজনা না-থাকলে, জীবন-ধারণের সার্থকতাই বুঝ্‌তে পারি না। নিদ্রাকে আমি মনে করি—মৃত্যুর অগ্রদূত। আর জাগরণের চঞ্চলতাই জীবন! যাক্ সে কথা…বশিষ্ঠদেব এখন কি বলেন? শতপুত্র হারিয়েও কি তাঁর সুনিদ্রার বিঘ্ন ঘটেনি?

কণ্ব। না…

বিশ্বামিত্র। তাঁর সহিষ্ণুতাকে আমি প্রশংসা করি। কিন্তু, অক্ষমতাজনিত সহিষ্ণুতা তো ক্ষমা নয়? দুর্ব্বলের আত্মপ্রসাদ! তাঁকে ব'লো—তিনি যেন আমাকে আর ক্ষমা না করেন…

কণ্ব। ক্ষমাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ…

বিশ্বামিত্র। সে কাপুরুষের ব্রাহ্মণত্ব আমার কাম্য নয়। ব্রহ্মকে যে জেনেছে ও বুঝেছে—সম্পূর্ণভাবে নিজের অনুভূতির মধ্যে পেয়েছে—ইচ্ছা করলেই সে পারে স্বরাট্ ও স্বাধীনভাবে ব্রহ্মের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। নিজেকে যে ক্ষুদ্র মনে করে—তার ব্রহ্মসাধনা মিথ্যা। ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তার কারণ—ব্রহ্ম নির্গুণ, আর ব্রাহ্মণ গুণবান। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়—ব্রাহ্মণ ক্রিয়াবান…

কণ্ব। তুমি বুঝি সেই গুণবান ও ক্রিয়াবান ব্রাহ্মণত্ব দাবী করো?

বিশ্বামিত্র। নিশ্চয়ই। বশিষ্ঠের মত ব্রহ্মের দাসানুদাস হ'তে আমি চাই না। আমি চাই—নূতন জগৎ ও নূতন স্বর্গ-রচনা করতে—স্রষ্টার মতই সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করতে…

কণ্ব। কিন্তু, তুমি নিজেই সেই বিশ্বস্রষ্টার একটি নগণ্য সৃষ্টিমাত্র—রিপু-বশীভূত একটা ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড—সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন বিশ্বামিত্র ?

বিশ্বামিত্র। আমি নগণ্য ? সে কথা তুমি বল্‌তে পার—বশিষ্ঠ বল্‌তে পারেন, কিন্তু সেই বিশ্বস্রষ্টা নিজে বল্‌তে পারেন না···

কণ্ব। বুঝেছি—তোমার ধ্বংসের আর বেশী বিলম্ব নেই··· আসি তা'হলে···

প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। মেনকা ! মেনকা !

মেনকার প্রবেশ

মেনকা। আদেশ করুন···

বিশ্বামিত্র। আর একটা গান গাও···

মেনকা। গান

মরণের নূপুর-ধ্বনী বাজে চরণে,
কেউ চেনে না সেই মনোভব-মনোহরণে !
ফুল-ফুটানো চরণ দুটি তার
নিত্য করে গোপন-অভিসার
আপন মনে ফুলধনু তার, সাজায় নানা বরণে।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যার দরবার

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—রাজা ও রাণী বেশে নটবর ও তাহার গৃহিণী—মন্ত্রী ও পাত্রমিত্রগণ উপস্থিত।

নটবর। শোনো মন্ত্রী! আমার রাজ্যমধ্যে ঘোষণা ক'রে দাও—পথে ঘাটে কেউ কখনো যদি আমাকে 'নাটাই-রাজা ও নাটুকী-রাণী' বলে পরিহাস করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণদণ্ড হবে। আমার নাম—রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীনটবর দৈবাচার্য্য···

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা।

প্রথম সভাসদ্। মহারাজ! উত্তর-অযোধ্যা থেকে একজন ঋষি সংবাদ পাঠিয়েছেন—তাঁদের আশ্রমে ভয়ানক রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। অবিলম্বে আপনি সেখানে গিয়ে রাক্ষস-দমন করুন···

নটবর। (বিরক্তির সুরে) কি হয়েছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে রাক্ষসের উপদ্রব!

নটবর। আমি তার কি করবো?

মন্ত্রী। রাক্ষস দমন করা রাজার কর্ত্তব্য···

নটবর। চুপ্ করো·· সবাইকে নিষেধ ক'রে দাও, আমার রাজ-সভায় কেউ যেন গল্পচ্ছলেও রাক্ষস-খোক্কসের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে···

মন্ত্রী। বলেন কি মহারাজ! এ কথা শুন্‌লে ঋষিরা ভয়ানক চটে যাবেন যে······

নটবর। চটে যান—খুব বেশী করে আতপ-তণ্ডুল আর চালকলা গিল্‌বেন। তাতে আমার কি ক্ষতিটা হবে, শুনি? আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মন্ত্র-শিষ্য! (উদ্দেশে প্রণাম) জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু! আমি কি কারো চোখ-রাঙানি গ্রাহ্য করি? কী আবদারের কথা! আমি যাবো…'যাদের নাম পর্যান্ত সহ্য করতে পারি না' তাদের দমন করতে?

দ্বিতীয় সভাসদ। আপনি যদি রাক্ষস দমন না করেন…

নটবর। চুপ্‌! ওই নামোচ্চারণও আমার সভায় নিষিদ্ধ! এই দেখো আমার গলায় কি ঝুল্‌ছে…

তৃতীয় সভাসদ। ওটা কি মহারাজ?

নটবর। অনড্বান ঋষিপ্রদত্ত—সেই—'তাই-বিতাড়ন-কবচ'! জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু!

প্রথম সভাসদ। রাক্ষসদের আপনি এত ভয় করেন, একথা জান্‌লে, তারা হয়তো একদিন আপনার রাজ-সভায় এসেও হাজির হতে পারে…

নটবর। সাবধান! রাজাকে এরূপ ভয়-প্রদর্শন, একজন সভাসদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ! জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু! মন্ত্রী! অন্যকার মত সভাভঙ্গ…চলো গৃহিণী আমরা অন্তঃপুরে যাই…

সকলের প্রস্থান

গৃহিণী। রাক্ষসরা যদি অন্তঃপুরে গিয়ে ওঠে?

নটবর। কী আশ্চর্য্য! তুমিও আমাকে ভয়-প্রদর্শন করছো? পাতিব্রত্যধর্ম্ম লঙ্ঘন করছো? রাজাদেশ অমান্য করছো? তুমি কি জানো না—ওদের নামোচ্চারণেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়…?

গৃহিণী। তাই তো ভাবছি—উপায় কি? রাক্ষসরা যদি জান্‌তে

পারে—তুমি তাদের ভয় করো···তাহলে কি ভয়ানক বিপদ হবে বলো তো ?

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। অযোধ্যাধিপতি ! অবিলম্বে তোমাকে একটা যজ্ঞের আয়োজন করতে হবে···

নটবর। কি যজ্ঞ প্রভু ?

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ-নিধন যজ্ঞ ! আমার আদেশ মত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। সে জন্যে তুমি প্রস্তুত হও। আমি একজন জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ-যাজ্ঞিকের সন্ধানে যাচ্ছি—অবিলম্বেই ফিরে আস্‌বো······

প্রস্থান

নটবর। যে আজ্ঞে, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু ! গৃহিণী ! এইবার শুম্ভ-নিশুম্ভের পালা সুরু হবে। গুরুদেবের চোখ-মুখের চেহারা ভালো দেখ্‌লাম না। কে জানে—এ যজ্ঞের আগুন কতদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে···চলো···মন্ত্রীকে—ডেকে পাঠাই···তার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার······

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পর্ব্বতের পাদদেশ

কাল—উষা

দৃশ্য—বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। ওই প্রাতঃসূর্য্যকে প্রণাম করো—অরুন্ধতী! ওই দেখো সে দৃশ্য, যে নয়নানন্দ-সুন্দর দৃশ্যটি দেখাবার জন্যে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি······

অরুন্ধতী। পর্ব্বত-শিখরে একলা ব'সে আছে—ও মেয়েটি কে?

বশিষ্ঠ। পতি-বিয়োগ-বিধুরা, তোমারি পুত্রবধূ ক্ষমা, আজ সন্ন্যাসিনী-বেশে সুন্দরের পুনর্জীবন-কামনা ক'রে অনন্তদেবের আরাধনা করছেন। সূর্য্য-কিরণে ওই সতী-তেজোদৃপ্ত বদনমণ্ডল কী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে! তোমার সুন্দর একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে···

অরুন্ধতী। কিন্তু আমার নন্দনকে রোজই দেখ্‌তে পাই—চারিদিকে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে! তবু আমার কাছে আসে না কেন বলতে পার?

বশিষ্ঠ। আসবে, সবাই ফিরে আসবে অরুন্ধতী, আত্মার তো বিনাশ নেই! শুধু জন্ম আর মৃত্যু, মৃত্যু আর জন্ম! এই অনন্ত সৃষ্টি-প্রবাহে তোমারি পুত্রদের মত কতশত পুত্র-কন্যা প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণ করছে—আর মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়ছে! তুমি ক'জনের জন্যে শোক করবে অরুন্ধতী? শুধু আমিত্ব আর মমত্ব-বোধই মানুষকে ভূমার আনন্দ থেকে বঞ্চিত রাখে। সামান্য শত পুত্রের শোক বিস্মৃত হ'য়ে—জগতের মা

হ'তে চেষ্টা করো—তাহলেই দেখ্‌বে তোমার নন্দন মরেনি। বিশ্বপ্রসবিনী জননী তুমি—বিশ্ববাসীর মাতৃসম্বোধনই হোক তোমার কাম্য!

অরুন্ধতী। আমার নন্দনের মত কেউ তো আমাকে মা ব'লে ডাকে না……

বশিষ্ঠ। কেন ডাক্‌বে না? তুমি কি দেখ্‌তে পাওনা, কত মাতৃহারা কাঙাল-শিশু পথে পথে মা, মা, বলে কেঁদে বেড়াচ্ছে? দু'হাত বাড়িয়ে তাদের যদি কোলে তুলে নিতে পার—তা'হলেই তোমার নন্দনকে পাবে।

কিঙ্করের প্রবেশ

কিঙ্কর। ব্রহ্মর্ষি! আমি অপরাধী তোমার কাছে। তুমি যদি মুক্তি না-দাও, এ যন্ত্রণা আমাকে চিরদিন সইতে হবে··

অরুন্ধতী। রাক্ষস! তুই আমার বুকে চিতার আগুন জ্বেলে দিয়েছিস্‌···

কিঙ্কর। (নতজানু হইয়া) মা, মা, আমাকে ক্ষমা করো···

অরুন্ধতী। ক্ষমা করবো? তোকে? না না, কখ্‌খনো পারবো না···

বশিষ্ঠ। সে কি কথা অরুন্ধতী! সন্তান এসে নতজানু হ'য়ে মার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করছে—আর মা বল্‌ছে—না, না, না? কী আশ্চর্য্য! অরুন্ধতী! তাহ'লে কি বুঝ্‌বো—বিশ্বের সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য একেবারেই শেষ হ'য়ে গেছে? ক্ষমা করো অরুন্ধতী! কিঙ্করকে ক্ষমা করো। নতুবা, সূর্য্যদেব বোধ হয় কাল থেকে আর আলোকদান করবেন না। স্নেহ-নির্ঝরিণী মার বুক যদি শুকিয়ে যায়—তাহলে পর্ব্বতগাত্রের ওই ঝরণার জলও শুকিয়ে যাবে···

অরুন্ধতী। (কাঁদিয়া) আমি তোমাকে ক্ষমা করছি কিঙ্কর! আশীর্ব্বাদ করছি—শাপমুক্ত হও, হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করো···

বশিষ্ঠ। শুধু অরুন্ধতী ক্ষমা করলে তো তুমি মুক্তি পাবে না কিঙ্কর! তোমার মুক্তিদাত্রী ক্ষমা আজ তপস্বিনী! ওই দেখো—কী কঠোর সেই তপস্যা···কত ঐকান্তিকতা আর একাগ্রতা নিয়ে ধ্যান-মগ্না সতী-সীমন্তিনী অনন্তদেবের আরাধনা করছেন। তুমি তার কাছে যাও··· কে? কে? কে তুমি?

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। আমি সুন্দর। আমি বেঁচে আছি বাবা! কিঙ্কর যাকে হত্যা করেছিল—সে আমি নই···(মা ও বাপের পদধূলি লইল)

কিঙ্কর। তবে আমি কাকে হত্যা করেছিলাম—কে সে?

সুন্দর। একটি যুবক এসে আমাকে বল্‌লো—'তুমি ওই পর্ব্বত-গহ্বরে লুকিয়ে থাকো, তোমার পক্ষ থেকে, তোমার রূপ-ধারণ ক'রে—আমিই কিঙ্করের সঙ্গে দেখা করবো···'

বশিষ্ঠ। কী আশ্চর্য্য! কে সে?

সুন্দর। তা' আমি জানি না···সে আমাকে বল্‌লো—'তুমি মরতে পারবে না, তোমার জীবনের প্রযোজন আছে।' ক্ষমা যেদিন এই পর্ব্বতে এসে অনন্ত দেবের আরাধনা করবে—সেই দিন তুমি তার সঙ্গে দেখা ক'রো।' তারপর আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম—কিঙ্কর তাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করলো···

কিঙ্কর। এ কী আশ্চর্য্য ঘটনা? কে সেই মহাপুরুষ—যিনি নিজের জীবন দিয়ে সুন্দরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে···

বশিষ্ঠ। বোধ হয—স্বয়ং অনন্তদেব! যাঁর কাছে জন্ম-মৃত্যুর

রহস্য, একটা লীলা-বৈচিত্র্য ছাড়া আর কিছুই নয়…। যাও সুন্দর! অবিলম্বে ক্ষমার সঙ্গে দেখা করো…তাকে বলো—কিঙ্করকে যেন সে ক্ষমা করে…

উভয়ের প্রস্থান

অরুন্ধতী। একী অসম্ভব ঘটনা?

বশিষ্ঠ। কেন 'অসম্ভব' বল্‌ছো—অরুন্ধতী! এই বিশ্ব-সৃষ্টি যাঁর একটা খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়, মুহূর্ত্তের জলোচ্ছ্বাস বা একটা প্রবল ভূমিকম্প—একে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে—তা কি জানো না? সম্ভব আর অসম্ভবের বিচার তো তোমার-আমার মত মানুষের কাছে—যারা স্বার্থের গণ্ডীতে দাঁড়িয়ে, সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে অভিভূত হ'য়ে পড়ে…

কণ্বের প্রবেশ

কণ্ব। ব্রহ্মর্ষি!

বশিষ্ঠ। আসুন, আসুন মহর্ষি! আশ্রমের কুশল তো?

কণ্ব। হ্যাঁ, অতি আশ্চর্য্য একটি সংবাদ জানাতে এলাম আপনাকে…

বশিষ্ঠ। কি?

কণ্ব। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠিয়েছিল…

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ, তা জানি—ত্রিশঙ্কু এখন না-স্বর্গ, না-মর্ত্ত্য অবস্থায় পড়ে আছেন…

কণ্ব। বিশ্বামিত্র বল্‌ছে—এটা নাকি আপনারই প্ররোচনার ফল কারণ, ইন্দ্র আপনার অনুগত…

বশিষ্ঠ। মানুষ এইভাবেই আত্মতৃপ্তি বা সান্ত্বনা লাভ করে···

কণ্ব। সে এখন দ্বিতীয় স্বর্গ রচনা করবে···

বশিষ্ঠ। তা' করতে পারে। ত্রিবিদ্যাসাধকের পক্ষে আধিভৌতিক কোনো-কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু মহর্ষি! প্রতিমা-গড়া, আর প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা কি এক কথা? সে যদি ব্রহ্মের সমকক্ষই হতে পারে, তাহলে কেন আর ব্রাহ্মণত্ব দাবী করে? সুপেয় হ্রদের বুকে দাঁড়িয়ে, এক বিন্দু পিপাসার জলের জন্যে ছট্‌ফট্‌ করার কি কোনো অর্থ হয়?

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করো না—কিন্তু বংশপরিচয়ে আমি যে একজন ক্ষত্রিয়—একথা তো স্বীকার করো?

বশিষ্ঠ। তা' কেন করবো না?

বিশ্বামিত্র। আমি একটি যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি—তোমাকেই তার পৌরোহিত্য করতে হবে···

বশিষ্ঠ। সে কি কথা বিশ্বামিত্র! দেশে এত সৎকর্ম্মান্বিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকতে···

বিশ্বমিত্র। আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি—বহু অর্থ-প্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়েছি—কিন্তু কেউই আগ্রহ প্রকাশ করলেন না, আমার এ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করতে ··

বশিষ্ঠ। কি যজ্ঞ করতে চাও তুমি? শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কামনা, অথবা অন্য কোনো বিশেষ কামনা আছে তোমার?

বিশ্বমিত্র। আমি বশিষ্ঠ-নিধন যজ্ঞ করতে চাই···

কণ্ব ও অরুন্ধতী চমকিয়া উঠিলেন

বশিষ্ঠ। (হাসিয়া) বশিষ্ঠ-নিধন যজ্ঞ? কেউ স্বীকৃত হলেন না, পৌরোহিত্য করতে? তাই তো বিশ্বামিত্র! তুমি অত্যন্ত নিরুপায় হ'য়ে পড়েছ। আচ্ছা, আয়োজন করো—আমিই তোমার পৌরোহিত্য করবো···

অরুন্ধতী। কি বল্ছো তুমি?

বশিষ্ঠ। কোনো ক্ষত্রিয় যদি—একজন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন, তার পৌরোহিত্যে বরণ করবার জন্তে, বিশেষ কারণ ব্যতীত, তাকে প্রত্যাখ্যানের অধিকার তো সে ব্রাহ্মণের নাই···

অরুন্ধতী। (ক্রুদ্ধভাবে) বিশ্বামিত্র!

বশিষ্ঠ। উত্তেজিত হ'য়ো না অরুন্ধতী! শান্ত হও, শান্ত হও···

বিশ্বামিত্র। চলো তবে···আমার যজ্ঞীয় আয়োজন সম্পূর্ণ!

বশিষ্ঠ। একটু অপেক্ষা করো। আমি একবার আশ্রমে গিয়ে সকলের কাছে চিরবিদায় নিয়ে আসি···এসো অরুন্ধতী···

উভয়ের প্রস্থান

কণ্ব। বিশ্বামিত্র! লোকচক্ষে তুমি যে কোথায় নেবে যাচ্ছ, তাকি একবারও ভাবছো না?

বিশ্বামিত্র। এই তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে—লোক-চক্ষু চিরদিনই অন্ধ! অব্রাহ্মণ বশিষ্ঠকে ধ্বংস করে, এই যুগপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ-বিশ্বামিত্র জগতের বুকে যে আলোকসম্পাত করবেন—তার দীপ্তি অন্ধকেও দৃষ্টিশক্তি দান করবে···

কণ্ব। আচ্ছা দেখা যাক্ তোমার পরিণতি কোথায়—? আর কতদূর অগ্রসর হতে পার তুমি···!

প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। (দূরে লক্ষ্য করিয়া) ওকে? ক্ষমা? হতভাগিনী ক্ষমা আজ তপস্বিনী? সংসারে ওই একটি মাত্র স্নেহের বন্ধন আমার ছিল! তাও, আর নেই—কেন আমি অতি নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠ্‌বো না…?

মেনকার প্রবেশ

মেনকা। তোমার জন্যে আর-একটি স্নেহের বন্ধন নিয়ে এসেছি মহর্ষি! এই সদ্যজাত সন্তানটিকে গ্রহণ করো…

বিশ্বামিত্র। কার সন্তান?

মেনকা। তোমার…

বিশ্বামিত্র। আমার? কী লজ্জা! না, না, মেনকা! আমি ওর পিতা নই। মিথ্যাবাদী তুমি—কোনো মহাতপা ঋষির চরিত্রে—এরূপ অবৈধ সংসর্গের কলঙ্ক-কালিমা লেপন করা, তোমার মত চরিত্রহীনার দুষ্টবুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। যাও, দূর হও…

মেনকা। ওগো চরিত্রবান মহাপুরুষ! তোমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বল্‌তেও ঘৃণা বোধ করি। তোমার সন্তান তোমার সাম্‌নে রেখেই চলে যাচ্ছি। সন্তানের প্রতি পিতার যদি কোনো কর্ত্তব্য থাকে—তা নিশ্চয়ই করবে—আশা করি…

প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। মেনকা! মেনকা! যেয়ো না শোনো…চ'লে গেল? (কন্যাকে কোলে লইয়া) আমার সন্তান? এ লজ্জা আমি কোথায় লুকাবো? জগৎ হাস্‌বে, বশিষ্ঠ হাস্‌বে, এর পিতৃত্ব স্বীকার করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! না, না, এ সন্তান আমার নয়—আমার নয়…

ফেলিয়া রাখিয়া প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—নটবরের দরবার

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—সিংহাসনে উপবিষ্ট নটবর। মন্ত্রী ও' সেনাপতি প্রভৃতি যথাস্থানে।

নটবর। বিদ্রোহী গোপরাজকে নিয়ে এসো…

বন্দী গোপরাজকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রবেশ

নটবর। গোপরাজ! আপনি নাকি বশিষ্ঠ-নিধন-যজ্ঞের আবশ্যকীয় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও ক্ষীর প্রদান করতে অস্বীকার করেছেন?

গোপরাজ। হ্যাঁ মহারাজ!

নটবর। আপনার এরূপ দুঃসাহসের কারণ?

গোপরাজ। কোনো দাম্ভিক ক্ষত্রিয় রাজা যদি ব্রহ্মহত্যার পাপানুষ্ঠানে উৎসাহী হন্—আমি তার সহযোগিতা করতে পারি না।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। গোপরাজ! তোমার দাম্ভিকতা যে কত বেশী, তা' বোধহয় বুঝ্‌তে পারছ না। কোনো যজ্ঞের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবার অধিকার তোমাকে কে দিচ্ছে?

গোপরাজ। আমাকে যদি সহযোগিতা করতে না-হোত, তাহলে সে প্রশ্ন আমি কখনই তুল্‌তাম না…

বিশ্বামিত্র। রাজার আহ্বানে সহযোগিতা করতে তুমি বাধ্য!

গোপরাজ। বিচার না ক'রে সহযোগিতা করা অন্যায়। সে অন্যায় আমি কখ্‌খনো করবো না, আমাকে ক্ষমা করবেন···

বিশ্বামিত্র। বটে? কিন্তু রাজাদেশ অমান্য-করা বা রাজার কোনো কার্য্যে বিরোধিতা করার শাস্তি যে কি—তা' বোধহয় জানো—গোপরাজ?

গোপরাজ। জানি, তার চরম শাস্তি—প্রাণদণ্ডও হতে পারে। তবু, কোনো গোহত্যা বা ব্রহ্মহত্যার সহযোগিতা করতে পারবো না ঋষি ঠাকুর!

বিশ্বামিত্র। হুঁ! আচ্ছা, গোপরাজকে বন্দী রেখে, তার ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে আনো···

নটবর। যাও সেনাপতি! অবিলম্বে গুরুদেবের আদেশ পালন করো···জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু!

মন্ত্রী। আরও দু'জন বন্দী ব্রাহ্মণ যুবক অপেক্ষা করছেন—তারাও বিদ্রোহী!

বিশ্বামিত্র। নিয়ে এসো···

যুবকদ্বয় আনীত হইল

ব্রাহ্মণদ্বয়! তোমরা বিদ্রোহী!

যুবকদ্বয়। হ্যাঁ, বিদ্রোহী!

বিশ্বামিত্র। কেন? তোমরা কি চাও?

প্রথম যুবক। বিশ্বামিত্র-নিধন-যজ্ঞ করতে চাই···

বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র-নিধন? তোমাদের কল্পনার বাহাদুরী

আছে। (হাসিলেন) কিন্তু যুবকদ্বয়! বিশ্বামিত্র যে ক্ষত্রিয়! ব্রাহ্মণ-বশিষ্ঠের মত আত্মাহুতি-দানের আগ্রহ, তার মনে তো জাগ্‌বেনা? সে কি করবে জানো? লাঙলের সাহায্যে তোমাদের যজ্ঞভূমি কর্ষণ ক'রে—রবিশস্য-বপন করবে···

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। আমরাও ঠিক সেই ভাবে—বশিষ্ঠ-নিধন-যজ্ঞের আয়োজন পণ্ড করবো···

বিশ্বামিত্র। পারবে?

প্রথম ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই পারবো···

বিশ্বামিত্র। বেশ, তা'হলে যাও, তোমরা মুক্ত! যথা সময়ে প্রস্তুত হ'য়ে চ'লে এসো···

বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। না, না, যেয়োনা, একটু দাঁড়াও···

বিশ্বামিত্র। আসুন, আসুন ব্রহ্মর্ষি! এই দুটি যুবক বিশ্বামিত্র-নিধন-যজ্ঞের আয়োজন করতে চান···এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

বশিষ্ঠ। কারো নিধন-মানসে যজ্ঞায়োজন করা, ক্ষত্রিয়োচিত হিংসা বৃত্তির পরিচায়ক। যদি কোনো ব্রাহ্মণের মনে সেরূপ প্রবৃত্তি জাগে—তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ব্রাহ্মণ নন্‌···

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। কেন আপনি এই পাপানুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করতে এসেছেন?

বশিষ্ঠ। আমি পাপকে ঘৃণা করি—পাপীকে ঘৃণা করিনা। পাপীর সঙ্গ ত্যাগ করে—দূরে সরে থাকাও নির্ব্বুদ্ধিতা মনে করি। যদি ইচ্ছা করো—তোমরাও আমার সহযোগিতা করতে পার···করবে?

প্রথম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মর্ষি-বশিষ্ঠকে যে নিধন করতে চায়—তার সহ-যোগিতা করাও কি পাপ নয় ?

বশিষ্ঠ। পৌরোহিত্য স্বীকার ক'রে—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সে পাপ, আমি একেবারে লঘু ক'রে ফেলেছি। তার বিরুদ্ধে তোমাদের তো কোনো অভিযোগ নেই ? তোমরা যাও এখান থেকে—আমার বিনীত অনুরোধ…

রাজা কল্মাষপাদ বেশে পাপমুক্ত কিঙ্করের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। কে তুমি ?

কিঙ্কর। আপনারই চির-আজ্ঞাধীন ভৃত্য রাজা কল্মাষপাদ! নর-রাক্ষস কিঙ্কর আজ মুক্ত…

বিশ্বামিত্র। আমার প্রয়োজন তো এখনো শেষ হয় নি, কে তোমাকে মুক্তি দিয়েছে ?

কিঙ্কর। সতী-শিরোমণি ক্ষমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়েই শাপমুক্ত হয়েছি। সে কথা যাক্—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—শতপুত্র নিধন করেও কি আপনার মন থেকে—বশিষ্ঠ-বিদ্বেষ দূর হয় নি ? কেন আর এই যজ্ঞায়োজন ? আমার বিনীত প্রার্থনা—এ দুষ্ট সঙ্কল্প ত্যাগ করুন…

বিশ্বামিত্র। ঠিক এই ভাবে করজোড়ে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের কাছেও একবার প্রার্থনা করো—আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে…

কিঙ্কর। তিনি তা' করবেন না, করতে পারবেন না, তা আমি জানি…

বিশ্বামিত্র। তা'হলে আমিও এ দুষ্ট সঙ্কল্প ত্যাগ করবো না, করতে পারবো না—তাও তুমি জানো…

কিঙ্কর। বেশ, তাহলে যথাসাধ্য প্রস্তুত হয়েই যজ্ঞায়োজন করুন। শক্তি স্বরূপিনী ক্ষমা, আজ বহু সহস্র সৈন্য নিয়ে, সিংহবাহিনী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে আস্‌ছেন—আপনাকে আক্রমণ করতে···

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা আস্‌ছে আমাকে আক্রমণ করতে? বলো কি? এত সৈন্যই বা সে কোথায় পাবে?

কিঙ্কর। এই রাজা কল্মাষপাদ আজ তার দক্ষিণ বাহু! ক্ষমা যে আমার মুক্তিদাত্রী! তার জন্যে রণস্থলে প্রাণ দিতেও দ্বিধা বোধ করবো না। তার সঙ্গে আর একজন, কে আস্‌ছে জানেন?

বিশ্বামিত্র। কে?

কিঙ্কর। ভ্রাতৃহন্তাকে শাস্তি দেবার জন্যে, ধর্ম্মের নামে সমস্ত ভণ্ডামীর মূলে কুঠারাঘাত করবার জন্যে—ধর্ম্মদ্রোহী সুন্দর! সে আজ পুনর্জীবিত!

বশিষ্ঠ। সুন্দরকে 'ধর্ম্মদ্রোহী' বল্‌ছো কেন?

কিঙ্কর। আপনার বা বিশ্বমিত্রের—কারো ধর্ম্মমতকেই স্বীকার করে না সে! আধ্যাত্মিকতা আর জড়বাদের সামঞ্জস্য বিধায়ক—এক নূতন ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রচার করতে চায় সে। সেই কারণেই—বিশ্বামিত্রকে হত্যা করবে—আর আপনাকে করবে বন্দী!

বশিষ্ঠ। কী ভয়ারক কথা! সে যদি যুদ্ধার্থী হয়েই এখানে আসে—আর বিশ্বামিত্র তার গতিরোধ করেন—তাহলে কি এই যজ্ঞভূমি নররক্তে কলুষিত হবে না?

কিঙ্কর। তা' হবে বৈ কি···

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র! আমি এখুনি একবার সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই···তুমি একটু অপেক্ষা করো···আমি শীগ্‌গিরই ফিরে আস্‌বো······

প্রস্থান

কিঙ্কর। আমিও তাহলে আসি মহর্ষি! আমার ঔদ্ধত্য আর বাচালতা মার্জ্জনা করবেন······

প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। অযোধ্যাধিপতি! তোমার সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে বলো—ভীষণ যুদ্ধ বাধ্‌বে······

নটবর। স্বর্গের অর্দ্ধপথ হতে—ত্রিশঙ্কুকে এখন নাবিয়ে আন্‌লেই যেন ভাল হতো প্রভু!

বিশ্বামিত্র। কেন?

নটবর। ক্ষত্রিয়-শোণিতে তার জন্ম—আর ক্ষাত্রধর্ম্ম-গ্রহণ করলেও মূ্‌ল আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান······

বিশ্বামিত্র। তা'তে কি হয়েছে?

নটবর। ছোটবেলা থেকে আমি শুধু পৈতে ধরে অভিসম্পাত দিতেই অভ্যস্ত। অনভ্যস্ত হাতে তরবারি ধ'রে দাঁড়ালে, আমার পা দু'খানা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে······

বিশ্বামিত্র। তবুও তোমাকে তরবারি ধরতে হবে। প্রস্তুত হও!—প্রতিপক্ষের যুদ্ধোদ্যমের সমস্ত সংবাদ নিয়ে, এখুনি আমি ফিরে আস্‌ছি···

প্রস্থান

নটবর। কী ভয়ানক অবস্থার মধ্যে পড়া গেল! এখন উপায় কি? এমন দুর্দ্দৈব উপস্থিত হবে জান্‌লে—আমি কখনই সিংহাসনে বস্‌তাম না···হায়, হায়, হায়, গিন্নি! তোমার সিঁথির সিঁদুর বুঝি এবার মুছ্‌লো······

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—বনপথ

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—যোদ্ধৃবেশে সুন্দর ও ক্ষমা প্রবেশ করিল।

সুন্দর। এই বিরোধের ফল কি হবে—তা কি বুঝ্‌তে পারছো ক্ষমা? হয়, এই পৃথিবীতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, আর না-হয়, ক্ষমা-সুন্দরের জীবন-নাট্যের এইখানেই হবে যবনিকা-পাত।

ক্ষমা। সৌন্দর্য্যহীন পৃথিবীতে ক্ষমার তো কোনো স্থান নেই? ক্ষমাকেই যদি চিরবিদায় নিতে হয়—তা'হলে পৃথিবীর মুখটাকে সে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে। ধরিত্রীর বুকে এমন ভীষণ নরকের বিভীষিকা সৃষ্টি ক'রে যাবে—যার ফলে মানুষের জীবন হবে চির-অশান্তিময়!

বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। শান্ত হও ক্ষমা! শান্ত হও···সংঘর্ষ বা সংগ্রামের বর্ব্বরতা, চিরদিনই মানবসভ্যতার পরিপন্থী। কেন তুমি এ বিরোধের আগুন জ্বাল্‌বে?

সুন্দর। মদগর্ব্বী বিশ্বামিত্রের তৃপ্তি-সাধনের জন্য কেন আপনি আত্মাহুতি দান করবেন?

বশিষ্ঠ। আমি কে? বিরাট জনসমুদ্রে আমার অস্তিত্ব কতটুকু? আমার কারণে—লক্ষ লক্ষ নিরপরাধের আর্ত্তনাদে আর রক্তমোক্ষণে,

নরকের সে বিভীষিকা সৃষ্টি করবে কেন? ব্যক্তিগত ভাবে—আমার আর বিশ্বামিত্রের এই মতবাদের বিরোধ মীমাংসিত হবে, আমাদেরি জয়-পরাজয়ে। তোমরা কেন তা'তে যোগদান করবে? জনসাধারণের সঙ্গে এ বিরোধের সম্বন্ধ কি?

ক্ষমা। যারা আপনাকে ভালবাসে—আপনার আদর্শকে শ্রদ্ধা করে—তারা আপনার এই নির্ম্মম পরিণতি সহ্য করবে কেন?

বশিষ্ঠ। সত্যই যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, আর, আমার আদর্শকে শ্রদ্ধা করে—তা'হলে কি কখনো পারে, সে নির্ম্মম যুদ্ধ-বিগ্রহে মেতে উঠ্‌তে? আজ যদি একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বেধে ওঠে, তা'হলে কি বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না? লজ্জায় আমার মাথাটা হেঁট হয়ে যাবে না? আমাকে ভালবাসার নিদর্শন—আমার পরাজয়-কামনা করা নয়।

সুন্দর। একথা আমি খুব স্পষ্টভাবেই বল্‌তে চাই যে—মতবাদের বিচারে আপনারা দুজনাই ভ্রান্ত! আপনারা দুজনাই একদেশদর্শী!

বশিষ্ঠ। হ'তে পারি, অসম্ভব নয়। তুমি যদি কোনো অভ্রান্ত মতবাদের সন্ধান পেয়ে থাকো—নিশ্চয়ই তা' প্রচার করতে পার। কিন্তু আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আমার প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখিয়ে আমার পরাজয়ের কারণ হ'য়ো না। আগে আমি আত্মাহুতি দান ক'রে বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করি—তারপর···

ক্ষমা। বলেন কি? আপনার আত্মাহুতির ফলে বিশ্বামিত্র পরাজিত হবেন?

বশিষ্ঠ। নিশ্চয়ই! তোমরা কি মনে করো—আসুরিক শক্তিই একমাত্র শক্তি—যা জীবনযাপন-পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে? বশিষ্ঠ-নিধন-

যজ্ঞ আয়োজন করে, বিশ্বামিত্র তার নিজের পরাজয় নিজেই ডেকে এনেছে। তোমরা যদি কোনো বিঘ্ন না ঘটাও—তাহলে আমার এ বিজয়-গৌরব সুনিশ্চিত।

সুন্দর। সে আত্মপ্রসাদ নিয়ে—এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ ক'রে আপনি হয়তো পরমব্রহ্মে লীন হবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস—বিশ্বামিত্রের দাঁতের বিষ একটু হ্রাস হবে না। সে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে মদমত্ত আস্ফালনে—এই পৃথিবীর বুকে অত্যাচার চালাবে।

বশিষ্ঠ। সে রঙ্গভূমিতে তুমি তখন অবতীর্ণ হ'য়ো, তোমার মতবাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে? আমার একমাত্র অনুরোধ—আমাকে চলে যেতে দাও—আমার ব্রাহ্মণত্বের দাবী নিয়ে সসম্মানে ও সগৌরবে···

ক্ষমা। (কাঁদিয়া) বাবা!

বশিষ্ঠ। কেঁদনা মা! কেঁদনা। সতী-সীমন্তিনী তুমি। স্বামীকে কখনো বিপথে বিভ্রান্ত করো না···সে সত্যদর্শী হোক!

সুন্দর। বাবা! আমার চোখে আপনি এক দারুণ বিস্ময়! শত পুত্র-শোকে মুহ্যমান হ'য়েও, আপনি আদর্শচ্যুত নন্। জানি না, এ আত্মনিগ্রহের মূল্য কতটুকু···

বশিষ্ঠ। এইরূপ সঙ্কল্প-নিষ্ঠা ও চরিত্রের দৃঢ়তা আমি তোমার কাছেও আশা করি। আশীর্ব্বাদ করি—তুমিও তোমার মতবাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেন একদিন জয়যুক্ত হতে পার। আসি তা'হলে···

উভয়ের প্রণাম লইয়া প্রস্থান

সুন্দর। চলো ক্ষমা, আমরা বিশ্বামিত্রের সঙ্গে একবার দেখা করবো···

ক্ষমা। কেন?

সুন্দর। আমিই তার যজ্ঞশালার দ্বাররক্ষক হবো। অতি শান্ত-পরিবেশে ও নির্ব্বিঘ্নে তার এই যজ্ঞ-সম্পাদনের সহায়তা করবো…

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। ব্রহ্মর্ষি কোথায় ?

ক্ষমা। এই মাত্র এখান থেকে চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্র। শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের সিদ্ধান্ত কি ? আমার যজ্ঞভূমি আক্রমণ করবে তো ?

সুন্দর। না। আমি আপনার দ্বার-রক্ষকের কাজে নিযুক্ত হতে চাই…

বিশ্বামিত্র। তার অর্থ—সম্মুখ সংগ্রামে আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে না। তাই এখন—কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিযে আমার যজ্ঞ পণ্ড করতে চাও, এই তো ?

সুন্দর। বিশ্বাস করুন মহর্ষি! পিতার এই আত্মনিবেদনে আমি আপনার সহায়তা করবো।

বিশ্বামিত্র। (হাসিয়া) বিশ্বামিত্র এতখানি মূর্খ নয় যে তোমাকে বিশ্বাস করবে। তোমার বিরোধিতাই আমি আশা করি—তাই সাদর আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছি—রণক্ষেত্রেই যেন তোমার সাক্ষাৎ পাই। পাপীষ্ঠা-ক্ষমার সিঁথির সিঁদুরের শক্তি কতটুকু—তা' যাচাই করতে চাই…আসি তা'হলে…

বাধা দিয়া কণ্বের প্রবেশ

কণ্ব। দেখতো বিশ্বামিত্র! এই সদ্যজাত কন্যারত্নটিকে চিন্‌তে পার কিনা ?

বিশ্বামিত্র। (চম্‌কিয়া) ওকে তুমি কোথায় পেলে?

কণ্ব। ওই দূর বনপ্রান্তে—একটি শকুনী একে পক্ষাচ্ছাদনে রক্ষা করেছে। তাই এর নাম রেখেছি—শকুন্তলা! পশুপক্ষীর প্রাণে যে সহজ অপত্যস্নেহ আছে—এর পিতামাতার বোধ হয় তাও নাই। কোনো কথা বল্‌ছো না কেন বিশ্বামিত্র? চিন্‌তে পারছ না বুঝি এ শকুন্তলা কে?

বিশ্বামিত্র। আমি কি ক'রে চিন্‌বো?

কণ্ব। ছি ছি ছি, তুমি ব্রাহ্মণত্ব দাবী করো? সাধারণ মনুষ্যত্বের দাবীও তোমার নেই···

বিশ্বামিত্র। সাবধান কণ্ব! তুমি আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে যাচ্ছি—ও মেয়েটি কে তা' আমি জানি না। ওকে আমি চিনি না···

প্রস্থান

ক্ষমা। ও কে মহর্ষি?

কণ্ব। তোমার ভগ্নী—বিশ্বামিত্র-তনয়া শকুন্তলা! জননী, মেনকা। বিশ্বামিত্র একে গ্রহণ করবে না জানি—সেই কারণে, আমাকেই হতে হবে এর পালক-পিতা···আসি তা'হলে···

প্রস্থান

সুন্দর। ব্যাপার কি ক্ষমা?

ক্ষমা। চলো, ওই শীলাতলে বসে সবই বল্‌ছি···

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—যজ্ঞস্থল

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডের চতুষ্পার্শে ঋষিগণ উপবেশন করিয়াছেন। যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি রহিয়াছে। বিশ্বামিত্র দ্বারে দাঁড়াইয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন।

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী প্রবেশ করিলেন

বিশ্বামিত্র। আসুন, আসুন ব্রহ্মর্ষি। আসুন দেবি অরুন্ধতী! আসন গ্রহণ করুন···

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মণ্যদেব তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন···

বিশ্বামিত্র। সত্যই কি আপনি আত্মাহুতি দানে কৃত-সঙ্কল্প?

বশিষ্ঠ। এখনো তোমার মনে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে নাকি?

বিশ্বামিত্র। না, না, তবে···দেবী অরুন্ধতীও কি কোনো প্রতিবাদ করবেন না? তিনিও কি নির্ব্বাক দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দেখ্‌বেন? এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌বেন না···?

বশিষ্ঠ। তোমার চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করছে কেন বিশ্বামিত্র?

বিশ্বামিত্র। না, না, আমাকে ততখানি দুর্ব্বলচিত্ত মনে করবেন না। বোধ হয় যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়া লেগে চোখদুটো সজল হ'য়ে উঠেছে···

ক্ষমার প্রবেশ

ক্ষমা। বাবা! আমি অনাহূতভাবেই তোমার এ যজ্ঞানুষ্ঠান দেখতে এসেছি। বশিষ্ঠ-নিধন সুসম্পন্ন হ'লে—জগতের ইতিহাসে তুমি যে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই আর্য্য সমাজে তুমি একদিন ব্রাহ্মণত্বের দাবী উপস্থিত করেছিলে। আজ সেখানে তোমার দানবত্বের দাবীই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। ছি ছি ছি—তুমি যে কোথায় নেবে যাচ্ছ—তাকি বুঝ্‌তে পারছ না?

বিশ্বামিত্র। সবই বুঝ্‌তে পারছি—কিন্তু উপায় কি? সুন্দর কি আমাকে আক্রমণ করবে না?

ক্ষমা। না···

বিশ্বামিত্র। কেন? তুই বা কেন—আক্রমণ করলি না আমাকে? রাজা কল্মাষপাদই বা কোথায়?

ক্ষমা। তুমি কি আক্রমণ চাও?

বিশ্বামিত্র। তা' না হলে, আমি যে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছিনে; আমার পায়ের তলা থেকে পৃথিবীর মাটি যেন সরে যাচ্ছে। ওই দেখ্—বশিষ্ঠদেব হাস্‌ছেন। কিন্তু কেউ যদি আমাকে আক্রমণ করতো—তাহলে ও হাসি ম্লান হয়ে যেতো···

সুন্দরের প্রবেশ

এসো এসো সুন্দর! তুমি নিরস্ত্র কেন? তোমার সৈন্য কই? প্রবেশ পথে তোমাকে কেউ বাধা দেয়নি?

সুন্দর। কে বাধা দেবে? আপনার দ্বার-রক্ষক সেই অযোধ্যারাজ আমাকে দেখেই ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

বিশ্বমিত্র। সসৈন্যে খুব সহজে, তুমি যাতে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করতে পার—সেই ব্যবস্থাই তো আমি করে রেখেছি··ফিরে যাও সুন্দর! তোমার সৈন্যদের নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসো···

সুন্দর। কেন বলুন তো?

বিশ্বামিত্র। আমি একটা প্রতিবন্ধকতা চাই, যুদ্ধ-বিগ্রহ চাই, নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে এ যজ্ঞসমাধা করতে পারবো, তা'তো ভাবিনি কখনো? একজন শক্তিমান যোদ্ধা যদি তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না পায়, তাহলে সে কতখানি বিপন্ন হয়ে পড়ে—তাকি তুমি বোঝোনা সুন্দর? যাও, যাও, তোমার সৈন্যদের নিয়ে এসো—আমাকে আক্রমণ করো··

কণ্বের প্রবেশ

কণ্ব। এই যে বিশ্বামিত্র! তোমাকে আক্রমণ করবার জন্যে তোমার আত্মজা শকুন্তলাই এসেছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হও···

ক্ষমা। না, না, মহর্ষি! আমার সামনে আমার বাবাকে এ ভাবে লজ্জিত ও অপমানিত করতে পারবেন না আপনি। মেয়েটিকে আমার কোলে দিন্—আমিই ওকে বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখবো···

কন্যা লইল

কণ্ব। ক্ষমা! তাহলে কি বুঝবো, এ দানবীয় যজ্ঞানুষ্ঠান তুমিও সমর্থন করো?

ক্ষমা। তা' কেন করবো? সমবেত ঋষিগণকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—আপনারা কেন এখানে এসেছেন? ওই সমুদ্রের মত

শান্ত, পর্ব্বতের মত সহিষ্ণু, আকাশের মত উদার—মহাত্মা বশিষ্ঠকে আপনারাও কি ধ্বংস করতে চান্? তা' যদি না চান্ তা'হলে কেন এ অন্যায়ের সহযোগিতা করছেন? আপনারা বুঝতে পারছেন না—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের এ আত্মাহুতির অর্থ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মহত্যা সাধন? কী লজ্জা, কী ঘৃণা, আপনারা একজন ব্রহ্মঘাতীর এই কুকার্য্যে বাধা-সৃষ্টি না করে, সাহায্য করতে এসেছেন?

ঋষিরা। না, না, আমরা সাহায্য করবো না···

বশিষ্ঠ। (ক্ষমার কাছে আসিয়া) মা ক্ষমা! তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধটা রক্ষা করবে না?

ক্ষমা। কেন করবো না বাবা! সেই কারণেই সসৈন্যে আসিনি বা একটা যুদ্ধ বাধিয়ে যজ্ঞের পবিত্রতা নষ্ট করিনি···

বশিষ্ঠ। মৃত্যুর এত বড় একটা গৌরব হ'তে আমাকে বঞ্চিত করতে চাও কেন? ব্রাহ্মণের ত্যাগধর্ম্ম যে কত বড়, কত মহৎ, তাকি জগদ্বাসীকে দেখতে দিতে চাও না?

কণ্ব। ঋষিগণ! এখনো আপনারা এখানে কেন অপেক্ষা করছেন? যে যাঁর আশ্রমে ফিরে যান্—এ তো বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ ভূমি নয়—বশিষ্ঠের বধ্যভূমি!

বশিষ্ঠ। স্তব্ধ হও কণ্ব! বশিষ্ঠ যে যজ্ঞের হোতা, তাকে বধ্যভূমি বলে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা! ঋষিগণ! আপনারা যে এত লঘুচিত্ত ও কর্ত্তব্য-বিমুখ হ'তে পারেন, তা আমি কখনো কল্পনা করিনি। আমার আহ্বানে—যে কার্য্যে সহযোগিতা করতে এসেছেন—তা' অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাওয়ার অধিকার আপনাদের নেই। বিনীত অনুরোধ—আবার আপনারা যথাস্থানে উপবেশন করুন···

সকলে উপবেশন করিলেন

ক্ষমা। (বশিষ্ঠের পদতলে পড়িয়া) বাবা! পায়ে পড়ি—আত্মাহুতির সঙ্কল্প ত্যাগ করুন···

বশিষ্ঠ। স্নেহময়ী মা! তুমি অতি স্বল্পবুদ্ধি নারী। আমার এ আত্মাহুতির অর্থ যে কি তা' তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। বল্‌তে পার—আমি বড়—না আমার ব্রাহ্মণত্ব বড়? বিরাট বিশ্বসৃষ্টির মাঝে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দুইটি ক্ষুদ্র জলবুদ্‌বুদ্ ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ বশিষ্ঠ যাচ্ছে—কাল বিশ্বামিত্রও যাবে। কিন্তু লোক-হিতার্থে—একজন ব্রাহ্মণের এ ত্যাগধর্ম্মের আদর্শ চির-সমুজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। এ আদর্শের সৃষ্টিকর্ত্তা আমি নই। তোমারি পিতা ওই মহর্ষি বিশ্বামিত্র! আমার পরমশুভানুধ্যায়ী মহাপুরুষ তিনি—আমার শতপুত্রকে নিধন ক'রে—আমারও নিধন-কামনা ক'রে, আজ একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের আদর্শকে যে উজ্জ্বলতা দান করছেন—সে জন্যে আমি তার কাছে চির-কৃতজ্ঞ!

বিশ্বামিত্র। ব্রহ্মর্ষি! আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন···

বশিষ্ঠ। সে কি কথা বিশ্বামিত্র? তোমার যজ্ঞ যে সুসম্পন্ন! যজ্ঞেশ্বর-বিষ্ণু পরম পরিতোষ লাভ করেছেন। ঋষিগণ! আপনারা অনুমতি করুন—আমি আত্মাহুতি দান করি···

বিশ্বামিত্র। না না ব্রহ্মর্ষি! তা' হতে পারে না। আমাকে ক্ষমা করুন। আজ আমি বেশ বুঝতে পারছি—আপনাতে আর আমাতে প্রভেদ কি? কেনই বা আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার

করেননি। আজ আমি চোখের জলে ওই যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত করবো —তবু আপনাকে আত্মাহুতি প্রদান করতে দেব না।

অরুন্ধতী। বিশ্বামিত্র! ব্রহ্মর্ষি স্বীকার না-করলেও, আজ আমি স্বীকার করছি—'তুমি ব্রাহ্মণ!'

বিশ্বামিত্র। আমি ব্রাহ্মণ?

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ! বিশ্বামিত্র! আমিও দেবী অরুন্ধতীর প্রতিধ্বনী ক'রে বলছি—আজ হ'তে তুমি ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণের ক্ষমা, ব্রাহ্মণের তিতিক্ষা, আর ব্রাহ্মণের ঔদার্য্য আজ তোমার বদনমণ্ডলে উদ্ভাসিত দেখতে পাচ্ছি···

সুন্দর। জয় ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়!

বিশ্বামিত্র। বলো কি সুন্দর! আমি ব্রহ্মর্ষি! আমি ব্রাহ্মণ!

সুন্দর। আমার মতে—আজ হতে আপনিই এই আর্য্যসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, যিনি ইচ্ছা করলে—জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধির পন্থা নির্দ্দেশ করতে পারেন। শুধু আধ্যাত্মিকতা—ব্যক্তিগত সাধনার ধন হতে পারে। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ সে বিষয়ে জগতে একটা বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু জনগণের আধিভৌতিক কল্যাণ-কামনা একমাত্র ত্রিবিদ্যা-সাধকের পক্ষেই সম্ভব। তাই আজ হতে আপনাকেই আমি 'শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণ' ব'লে অভিনন্দন জানাচ্ছি···

বশিষ্ঠ। সুন্দরের এ অভিমত আমিও সমর্থন করি···

ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাব

ব্রহ্মণ্যদেব। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি!

ঋষিগণ। জয় ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের জয়···

ব্রহ্মণ্যদেব। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি!

বিশ্বামিত্র। ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়—গোব্রাহ্মণ হিতায়চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায—গোবিন্দায় নমোনমঃ।

ব্রহ্মণ্যদেব। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

যবনিকা

গ্রন্থকারের পক্ষে শ্রীঅসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৪৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

B143701